দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:9 Issue:23 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111

১৬ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ● ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ● ১৩ বৈশাখ ১৪৩১ ● শুক্রবার | নবম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 | অনুদান ৫ টাকা

সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসার উদ্বোধন

■ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত প্রতাপপুর দরবার শরিফে তৈরি হয়েছে সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসা। এই মডেল মাদ্রাসাটি হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের স্বপ্নের প্রজেক্ট। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ প্রতাপপুর দরবার শরিফের বাৎসরিক ইসালে সওয়াবের সময় এই মডেল মাদ্রাসার উদ্বোধন হয়। ইতিমধ্যেই প্রভূত সাড়া পেয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

▸▸ বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এবার ভোটে মুসলিম বিদ্বেষকেই অস্ত্র করেছে বিজেপি

ঘৃণাভাষণে সীমা ছাড়ালেন মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাজের বেলায় লবডঙ্কা। অথচ মিথ্যা উন্নয়নের বুলি দিয়ে মানুষের মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। এই হচ্ছে বিজেপি নেতাদের নীতি। আর তার সঙ্গে রয়েছে বহু পুরনো হয়ে যাওয়া ক্যান্সারের মতো ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি। এইভাবেই ভোট আসলে মুসলিম বিদ্বেষের তাস খেলে দাঁত-নখ বার করে তেড়ে আসে ভারতীয় জনতা পার্টি। ঠিক এমনই চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে আক্রমণ করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। সম্প্রতি রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তীব্র মেরুকরণের পক্ষে সওয়াল করেছেন নরেন্দ্র মোদী। দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে একের পর এক সভায় ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে লাগাতার বিভাজনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ধর্মীয় মেরুকরণের জিগির তুলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাভাষণের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী। আসলে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব। হেরে যাবার ভয়ে হতাশা এসে গ্রাস করেছে তাঁদের।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

গোটা দেশে উন্নয়নের মিথ্যাচার আর চাকরির গল্প শুনিয়ে যে আর ভোট পাওয়া যাবে না, সেটা বিজেপি ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছে। মোদিজির ইমেজকে দেখিয়ে আর ভোটে জেতা যাবে না। ফলে সেই মুসলিম বিদ্বেষকেই অস্ত্র বানিয়ে বিজেপিকে ভোটটা করতে হচ্ছে। মুসলিমদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে আমরা মর্মাহত। এখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কম, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর চেহারাই আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি।

—সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

দেশ-রাজ্যে অবরুদ্ধ উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি এবং রাজ্য শাসক তৃণমূল। এই দুই দলের নির্বাচনী প্রচারের মুখ্য-কথাগুলি বিচার করে দেখলে সমস্ত নামানুষের কাছে ধরা পড়বে, তা হল জাতপাত, ধর্ম আর কিছু প্রসাধন সামগ্রীর মতো চমকপ্রদ কথাবার্তা। সঙ্গে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা তো আছেই। বেকারি দূরীকরণের কথা নেই, শিল্পের কথা নেই, প্রশাসনিক স্বচ্ছতার কথা ধারেকাছেও নেই। দুর্নীতিরোধের কোন আশ্বাস নেই। কৃষকের স্বার্থে সুপরিকল্পিত কোন নির্দেশনাও নেই। শিক্ষা সম্পর্কিত কোনও ইতিবাচক ঘোষণা নেই। দ্রব্যমূল্য, পরিবহণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কোনও নামও নেই, নিশানাও নেই। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, সাংবিধানিক মর্যাদা অটুট রাখার কোনও কথা নেই। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ভাষণে রাজ্যবাসী যেমন হতাশ, তেমনি রাজ্য শাসকের বাচন প্রক্রিয়ায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ। আর আছে, দুইদলের নাটকীয়ভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে ভুয়ো আস্ফালন, ঘৃণ্য কাদা ছোড়াছুড়ির অভিনয়। এ বিষয়ে পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব বলেন, আবহমান কাল ধরে দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান একত্রে বসবাস করে আসছে। কোনও সমস্যা নেই। মন্দির-মসজিদ নিয়েও কোনও সমস্যা নেই। আজ সমস্যা তৈরি হচ্ছে কেন? রাজনৈতিক স্বার্থন্বেষীরা রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে, মন্দির-মসজিদের রাজনীতি করে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। বিবাদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। ভোটের লাভ তুলতে গিয়ে কারও ভাবাবেগকে আহত করছে, আবার কারও ভাবাবেগকে খুশি করে ভোটব্যাঙ্ক ভরাতে চাইছে। আসলে এদের নিকট নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার মতো কোনও যুক্তিসঙ্গত ইস্যু নেই। মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কোনও সূত্র নেই। মুসলিম ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যেই রাজ্য শাসকের নেতা-নেত্রী রেড রোডে ইদের মাঠে দৌড়াচ্ছে।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

প্রতিবেশীর অধিকার সুনিশ্চিত করাই নির্দেশ ইসলামের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রমজান ও পবিত্র ইদ আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। রমজান শুধু একটি নিছক ধর্মীয় রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রমজান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুষঙ্গ হিসাবেও কাজ করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভক্তি নয়, সমষ্টিগত ক্ষেত্রেও শান্তি, সম্মান এবং ভ্রাতৃত্বের সাধনা নিহিত আছে রমজানের মধ্যে। আর এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হল ধর্মীয় অনুষঙ্গের বাইরে সাম্প্রদায়িক চেতনা, সহানুভূতি এবং বিধর্মীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন। পবিত্র রমজানের নৈতিকতার কেন্দ্রে রয়েছে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে নির্দেশ। মুসলমানরা তাদের প্রতিবেশীর অধিকার সমুন্নত রাখবে, তাদের ধর্মকে সম্মান করবে, তাদের কোনও কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে না; এটাই ইসলামের নির্দেশ। বার বার এই উদারতার প্রচার করে গিয়েছেন মহানবি সা.। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। তাঁর একজন অমুসলিম প্রতিবেশী মহানবির চলার পথে আবর্জনা ফেলে রাখত। প্রতিদিন নবি সা. নিজ হাতে সেই আবর্জনা পরিষ্কার করতেন।

কিন্তু একদিন নবিজি দেখলেন সেই পথে কোনও আবর্জনা নেই। একদিন গেল, দু'দিন গেল। তারপর মহানবি উদ্বিগ্ন হয়ে ওই বিধর্মী প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং দেখলেন তিনি অসুস্থ। নবি সা. তার আরোগ্য কামনা করে তাঁকে সমবেদনা জানালেন। মহানবি এই মহানুভবতা ওই বিধর্মীকে মুগ্ধ করল। ওই বিধর্মী লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

এর থেকে বোঝা যায় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নবিজির আদর্শ অনুকরণ করে চলতে হবে। কোনওরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে। উপরের এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, ইসলাম প্রতিবেশীদের সম্পর্কে কতটা গুরুত্ব দেয়।

এছাড়া ইদের মূল্যবোধ শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্য বহন করে। ইদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে মজবুত করে। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় পার্থক্য দূর করে উদারতা এবং সহানুভূতির বার্তা বয়ে আনে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তাই সবার প্রতি আহ্বান, ইদের ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে আসুন আমরা শান্তি, শ্রদ্ধা এবং ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধকে আলিঙ্গন করি। প্রতিবেশীর অধিকার, তাঁদের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিই। তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই।

বেঙ্গালুরুতে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার কংগ্রেসের।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গের সমাবেশে উপচে পড়া ভিড়।

চাকরি হারিয়ে দিশাহীন প্রার্থীরা

তৃণমূলকে দায়ী করলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হওয়া নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালে নিয়োগ হওয়া এসএসসির পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিয়েছে। ৩০০ পাতার রিপোর্টে হাইকোর্ট জানিয়েছে, যেহেতু এই ২৫, ৭৫৩ জনের মধ্যে থেকে অযোগ্য প্রার্থীদের খুঁজে বের করা মুশকিল, তাই ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলই বাতিল করা হল।

ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার। তবে অযোগ্য প্রার্থীদের প্রার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি চলে যাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে হাইকোর্টের এই রায়। যাঁরা যোগ্য প্রার্থী তাঁরা তো কোনও অপরাধ করেননি, তাহলে তাঁদের চাকরি বাতিল হল কেন? এবার তাঁরা কী করবেন? তাছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১২ শতাংশ সুদ-সহ বেতনের সম্পূর্ণ টাকা না ফেরাতে পারলে তাঁদের কী হবে? এসব প্রশ্নের এখনও পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। যদিও যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিল হওয়ায় তাঁদের অনেকেই দুষছেন প্রাক্তন সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য এবং অধুনা বিচারপতি,

বর্তমান বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কারণ, এঁদের 'কারসাজি'তেই তাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

তাছাড়া আরও একটা প্রশ্ন সামনে আসছে। সোমবার ২২ এপ্রিল 'বোমা ফাটবে' বলে দাবি করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আগে থেকেই কী করে জেনে গিয়েছিলেন হাইকোর্ট কী রায় দিতে চলেছে? তাহলে কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশেই এই রায় দিয়েছে হাইকোর্ট? প্রশ্ন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। এর পাশাপাশি নিয়োগ বাতিল নিয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাককে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ। 'টুকে পাস করা জজ' ও 'ব্রিফলেস আইনজীবী' বলে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন অরুণাভবাবু। তিনি বলেছেন, আমি নিশ্চিত সুপ্রিম কোর্টে গেলে এই রায় টিকবে না। কয়েকজনের দুর্নীতির জন্য সবাইকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিচারপতিরা কি এতই দুর্বল হয়ে গেলেন যে, তাঁরা চাল আর কাঁকর বাছার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন?

তবে অরুণাভ ঘোষ যা-ই বলুন, সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। প্যানেল বাতিলের সম্পূর্ণ দায় তিনি চাপিয়েছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

ইউসিসির সঠিক প্রয়োগ হবে কি? প্রশ্ন চিহ্ন রয়েই যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তুলেছে। কিন্তু বৈচিত্র্যের দেশ ভারতে এই আইন কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গিয়েছে। বিশেষ করে এদেশে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অর্থাৎ মুসলমান-সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী ও দলিতরা ইউসিসির কুফল ভোগ করবে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাঁদের মতে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বলে আর কিছু থাকবে না। চলবে না কোনও শরিয়তি আইন। তবে তাতে মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলেই মনে করছেন একশ্রেণির মুসলিম স্কলার। তাঁদের বক্তব্য, দেশকে ভালোবাসা যেমন ইমানের অঙ্গ, তেমনই দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাও ইসলামের নির্দেশ। কারণ, পবিত্র কোরান স্পষ্টভাবে মুসলমানদের দেশের আইনের প্রতি শুধু বিশ্বস্ত থাকারই নির্দেশ দেয় না, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বার্তাও দেয়। পবিত্র কোরানের ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে ইমানদারগণ, আনুগত্য করো। আল্লাহ এবং তাঁর রসুল সা. এবং যারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের প্রতি।

সরকার যদি কোনও সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেয় তবে সেই সরকারের অনুগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদিও সরকার বলছে, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বাস্তবায়ন ইসলামের বিরোধিতা নয়। এটি মুসলিম-সহ দেশের সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সুরক্ষা প্রদান করবে। এই আইনের লক্ষ্য বৈষম্য দূর করা এবং সব ধর্মকে সম্মান করা। ইউসিসির উদ্দেশ্য মুসলমানদের অধিকারকে উপেক্ষা করা নয়। সংবিধান প্রণয়নের সময় ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়িত করা তখনই উচিত হবে যখন সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এই আইনকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের উপর যেন জোর করে কোনও কিছু আরোপ করা না হয়।

এই মুহূর্তে গোয়ায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সফল বাস্তবায়ন অমরা দেখতে পাই। তবে সারা দেশে এই আইনের প্রয়োগ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্যের অধিকার, সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সংহতি জোরদার করার বিষয়ে ইউসিসি কথা বললেও তার প্রয়োগ ঠিকমতো হবে কিনা সেটাও ভাবতে হবে।

সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদের আসল উদ্দেশ্যই হল ইউসিসির ইতিবাচক দিককে তুলে ধরে মানুষের অধিকার রক্ষার সাথে সাথে ন্যায়সঙ্গত এবং সৌহার্দপূর্ণ সমাজ গঠন। এরই পাশাপাশি সকল নাগরিকের স্বার্থকে রক্ষা করা।

নিয়োগ কেলেঙ্কারি দুর্নীতির শৈলচূড়া অতিক্রম করেছে

তালেবুর রহমান লস্কর

প্রতিক্রিয়া পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিনের

পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে ২০১৬ সালের এসএসসির জঘন্যতম বেআইনি নিয়োগ কেলেঙ্কারি সমস্ত দুর্নীতিকে ছাপিয়ে গেছে। এটাকে দুর্নীতির শৈলচূড়া বলা যেতে পারে। ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মোহাম্মদ রশিদির বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে স্তম্ভিত রাজ্যবাসী-সহ সমগ্র ভারত। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব বলেন, দুর্নীতির জগতে এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এই দুর্নীতির পটভূমি রচনায় গোটা মন্ত্রিসভার অবৈধ কর্ম তৎপরতার প্রতিষ্ঠানিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরকারের শীর্ষ মহল পর্যন্ত এই জালিয়াতির শাখা-প্রশাখা প্রসারিত না হলে, এত বিরাট দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব হয় কী করে?

তিনি বলেন, যোগ্য মেধাবী চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা যেমন একটা অপরাধ, তেমনি টাকার বিনিময়ে অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া আরেকটি অপরাধ। নিয়োগের দুই প্রান্তেই রয়েছে অনৈতিকতা ও অপরাধের বিস্তর বেনজির নমুনা। ২০১১ সালে তৃণমূলের সরকার রাজ্যে ক্ষমতা দখল করার এক বছর পর থেকে অর্থাৎ ২০১২ টেট পরীক্ষার পরে পরেই একটার পর একটা অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির ভিত রচিত হয়। রাজ্যব্যাপী দুর্নীতির জাল বিস্তার হতে থাকে। সে সময় সমস্ত অভিযোগকে ছুরি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের শাসক দল বেআইনি কাজের রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেয়। এখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষক নিয়োগের গোটা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির আখড়া স্থলে পরিণত।

সৈয়দ সাহেব বলেন, ২০১৩ সালের মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩ হাজার ১৮৩টি শূন্য পদ ছিল। কিন্তু নিয়োগ করা হয় মাত্র ১৫০০ জনকে। বহু চাকরি প্রার্থীর নাম প্যানেলে থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হয়নি। ২০১৩ সালে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের নিয়োগকে কেন্দ্র করে যারা মামলা দায়ের করেছিল, ২০১৩ সালের ১৫০০ জন মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালে প্রাথমিক স্কুলে ৪৫ হাজার ৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৭ সালের প্রাথমিক টেট, উচ্চ প্রাথমিক, মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ, কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ নিয়েও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে। এভাবেই শুধু নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতে ১২৫টি মামলা চলছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবেন।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

রাজ্যে বইছে দুর্নীতির জোয়ার

তৃণমূলকে তুলোধনা ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারের কাজ হল, দেশের জনসাধারণের জীবন-জীবিকার পথকে সুনিশ্চিত করা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে স্বচ্ছন্দশীল করে গড়ে তোলা। দুর্নীতি, অপরাধমূলক কাজ ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে, আইনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে জনজীবনকে নিরাপত্তা দান করা। অসৎ, অসাধু ব্যবসার পথকে বন্ধ করে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে বাজার ব্যবস্থাকে জনস্বার্থের ক্রয় ক্ষমতার উপযোগী করে তোলা। কিন্তু বিগত কয়েক বছর দেখা যাচ্ছে, দুর্নীতি রোধ করা তো দূরের কথা, পশ্চিমবঙ্গের শাসক গোষ্ঠীর মন্ত্রিসভার সদস্য সহ, উঁচু-নীচু সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী নিজেরাই আকণ্ঠ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সরকার এবং সরকারের মদতপুষ্ট দলীয় কর্মীরা রাজ্যের আইনি ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সমস্ত ধরনের অপরাধ সংগঠিত করে চলেছে। এই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব টিকে থাকা মানে, রাজ্যসহ রাজ্যের জনগণ নিশ্চিত ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

গত কয়েকদিন পূর্বে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক রাজ্যের বর্তমান আইনি পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে বলেন, রাজ্যের শাসকদল বিগত কয়েক বছরে পাহাড়সম দুর্নীতির বোঝা মাথায় নিয়ে, জনগণের দরবারে ভোট চাইছে। সত্যি কথা বলতে জনগণের জীবন-জীবিকার স্বার্থে এই সরকার কোনও কাজ করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য শিল্প স্থাপন করেছে, এমন নমুনাও নেই। হলদিয়া-সহ পশ্চিমবাংলার কোনও শিল্পনগরে নতুন শিল্প স্থাপন করেছে এমন নজিরও নেই। কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুরদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, এমন উদাহরণও পাওয়া যাবে না। এমনকী শিক্ষার বেহাল অবস্থা, অভাবনীয়ভাবে প্রকট হয়েছে। যা আগামীর প্রজন্মকে মূর্খতার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। রাজ্যে প্রায় ৮ হাজার ২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য শাসকের এই অপরিণামদর্শী অবস্থা যদি চলতে থাকে, রাজ্যটা মূর্খের রাজ্যে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না।

সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব চাঁছাছোলা ভাষায় বলেন, শাসকদলের ছোটো-বড়ো নেতা-নেত্রীরা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে সাফাই গাইছে। মানুষ তেরোটি বছর ধরে উপলব্ধি করেছে সে উন্নয়নটা কীসের এবং কাদের হয়েছে? সে উন্নয়ন, রাজ্যের নয়, রাজ্য জনগণেরও নয়, উন্নয়ন হয়েছে তৃণমূল নেতা-নেত্রীর পকেটের। গরমের উন্নয়ন।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

লাহোরে ইরানের প্রেসিডেন্ট রায়িসির হুঁশিয়ারি

ইজরায়েলের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না: ইরান

বিশেষ প্রতিনিধি: ইরানের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ইব্রাহিম রায়িসি তাঁর দেশের বিরুদ্ধে যেকোনও আগ্রাসনের ব্যাপারে তেল আবিবকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, ইহুদিবাদী ইজরায়েল যদি আরেকটি ভুল করে তাহলে তাকে বিধ্বংসী জবাব দেওয়া হবে।পাকিস্তান সফররত প্রেসিডেন্ট রায়িসি মঙ্গলবার লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি বা জিসিইউ'তে শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ হুঁশিয়ারি দেন। সিরিয়ায় ইরানি কনস্যুলেটে ইজরায়েলি হামলার জবাবে গত ১৩ এপ্রিল তাদের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তেহরান যে পাল্টা হামলা চালায়, সেকথা স্মরণ করেন রায়িসি। তিনি বলেন, সকল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইহুদিবাদী সরকার দামেস্কে যে আগ্রাসন চালিয়েছিল তার জন্য তেল আবিবকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ইহুদিবাদী সরকার যদি আরেকবার কোনও ভুল করে এবং ইরানি ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায় তাহলে এবার পরিস্থিতি হবে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সেক্ষেত্রে ইজরায়েলের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা বলা মুশকিল। আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে গত ১৩ এপ্রিল ইজরায়েলি সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান।দখলদার ইহুদিবাদীদের পাশাপাশি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ তাদের সহযোগী অন্তত ১০টি দেশ পূর্ণ শক্তি দিয়ে এসব ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার পরও বেশ কিছু ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানে এবং এসব ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ইরান বলেছে, দেশটি এবারের মতো ইজরায়েলের কোনও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে চায়নি। প্রেসিডেন্ট রায়িসি বলেছেন, তবে তেহরান সেরকম কিছু চাইলে ইজরায়েলের অস্তিত্ব থাকবে না।

ইরান-রাশিয়ার সঙ্গে নাইজারের ঘনিষ্ঠতায় ওয়াশিংটনের আতঙ্ক

নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়াই লক্ষ্য

বিশেষ প্রতিনিধি: আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে পাশ্চাত্যের পুতুল সরকারগুলোর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং মালি, বুর্কিনাফাসো এবং নাইজার সহ সাহেলীয় অঞ্চলের দেশগুলির জোট আফ্রিকান প্রতিরোধের অক্ষ গঠনের অগ্রগামী শক্তি হতে পারে

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধের নানা অক্ষ বা জোট গড়ে ওঠার ঘটনা এক দীর্ঘ-মেয়াদি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল যা কয়েক মেরুকেন্দ্রিক নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছে। পশ্চিমা আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় প্রতিরোধ এবং কয়েক মেরু-কেন্দ্রিক নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থার অভ্যুদয় পুরোপুরি পরস্পরের পরিপূরক। বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ায় আরব ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যে প্রতিরোধ-অক্ষ রয়েছে তা আফ্রিকার সাহেলীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। আফ্রিকার এইসব দেশের মধ্যে গোটা পশ্চিম থেকে পূর্ব আফ্রিকার নানা দেশ যেমন, সেনেগাল, মালি, বুর্কিনাফাসো ও নাইজার থেকে চাদ, সুদান ও ইরিত্রিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সেনেগালে নির্বাচন অনুষ্ঠান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নাইজারের বিপরীতে এখানে পরিবর্তন এসেছে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। অন্যদিকে নাইজারে নব্য-উপনিবেশবাদের মোকাবিলায় ক্ষমতার পরিবর্তন এসেছিল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

সেনেগালের রাষ্ট্রপতি এখন বুরকিনা ফাসোর ৩৬ বছর বয়সী ইব্রাহিম ট্রাওরে, ইথিওপিয়ার ৪৬ বছর বয়সী আবি আহমেদ, মাদাগাস্কারের ৪৮ বছর বয়সী আন্দ্রে রাজোলিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৪ বছর বয়সী জুলিয়াস মালেমার সাথে যোগ দিয়ে এই মহাদেশে পরিবর্তনের নতুন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলেন। এভাবে আফ্রিকার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে নিজেদের অবস্থান সংহত করছে সেখানকার যুব-প্রজন্ম।

দৃশ্যত এই পরিবর্তন জিও-ইকোনমিক বা ভূ-অর্থনৈতিক। সেনেগাল তেল ও গ্যাস উৎপাদক গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ফায়ে এখন খনিজ ও জ্বালানি বিষয়ক চুক্তিগুলোর বিষয়ে নতুন করে আলোচনা করতে চান ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ও অ্যান্ডেভার মাইনিং কোম্পানিসহ নানা কোম্পানির সঙ্গে। এ ছাড়াও তিনি ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরাসি মুদ্রা ফ্রান্ক ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক সিএফএ নামক মুদ্রা-সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন যা ১৪টি আফ্রিকান দেশে প্রচলিত। এমনকী তিনি ফ্রান্সের নব্য-উপনিবেশবাদের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে নতুন মুদ্রা চালু করারও চিন্তাভাবনা করছেন। উল্লেখ্য ফ্রান্সের প্রধান বাণিজ্য শরিক হল সেনেগাল। ফায়ে চিনের সঙ্গেও উইন-উইন তথা সমান দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ভিত্তিতে বাণিজ্য শরিক হতে আগ্রহী।

সেনেগালের প্রেসিডেন্ট এখনও স্পষ্ট করেননি যে তিনি তার দেশ থেকে ফরাসি সেনাদের বের করে দিতে চান কি না। তিনি যদি তা করেন তাহলে তা হবে ফ্রান্সের জন্য নজিরবিহীন আঘাত। কারণ এমানুয়েল ম্যাক্রঁ ও ফ্রান্সের কাঠামো নাইজার, মালি ও বুরকিনাফাসোর ক্ষেত্রে সেনেগালকেই আসল খেলোয়াড় বলে মনে করে যারা অনেক আগেই ফ্রান্স থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

সম্প্রতি এই তিনটি দেশ সাহেলীয় সরকারগুলোকে নিয়ে একটি ঐক্যজোট গড়ে তুলেছে যা প্যারিসের জন্য একের পর এক বেশ কয়েকটি অপমানজনক বিপর্যয়ের ধারায় বড় ধরনের নতুন দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও মাথা-ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা স্পষ্ট হয়েছে নাইজারের সঙ্গে মার্কিন সামরিক সহযোগিতার লক্ষ্যনীয় ব্যর্থতার ঘটনায়।

কিমি সাবা সম্প্রতি কয়েক মেরু-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সংক্রান্ত মস্কো সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি প্যান-আফ্রিকান বলয়ের একজন ক্যারিজমাটিক নেতা। এ অঞ্চলে ফ্রান্সের সর্বাত্মক অপমানের সম্ভাব্য কারণগুলো হল ইউক্রেনে ফরাসি সেনা পাঠানোর হুমকি এবং আর্মেনিয়ায় রাশিয়া সম্পর্কে ভীতি ছড়ানোর ব্যাপারে ম্যাক্রঁর ভূমিকা।

অতীতকাল থেকেই আফ্রিকার দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেশি নমনীয় ও তাদের স্বার্থের অধিকতর সহযোগী হিসেবে দেখে এসেছে। এখন চিন সম্পর্কেও তাদের মনোভাব এমনই। সাহেল নামক জোট এখন আঞ্চলিক ঐক্যের শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। সেনেগালও এ জোটে যোগ দিতে পারে। গিনি তার ভৌগলিক সুবিধা ও সাগর উপকূলের অধিকারী হিসেবে এই জোটের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই জোট ইকোয়াস নামক পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রিত জোটের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

তবে পাশ্চাত্যের আধিপত্যকামী শক্তিগুলোর শিকড়গুলোর ব্যাপারে উদাসীন থাকা ঠিক হবে না, যদিও সন্ত্রাসের হুমকির মার্কিন স্লোগান আর সাহেল অঞ্চলকে ধোঁকা দিতে সক্ষম নয়। মার্কিন সরকার এ অঞ্চলে চিন, ইরান ও রাশিয়ার প্রভাব ঠেকানোর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এ অঞ্চলে আইভরি কোস্ট ওয়াশিংটনের জন্য চাদের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর অবস্থান সাহেল অঞ্চলের অনেক বেশি কাছে। আইভরি কোস্টে ফ্রান্সের সামরিক ঘাটিতে যেসব মার্কিন সন্ত্রাসী ড্রোন রয়েছে সেগুলো এ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে পারে।

গাজার গণকবর সম্পর্কে হামাসের মন্তব্য

হত্যা ও রক্তের জন্য পিপাসার্ত হয়ে আছে ইহুদিবাদী ইজরায়েল

বিশেষ প্রতিনিধি: গাজার খান ইউনুস শহরের নাসের হাসপাতালে যে গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে তার প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস বলেছে, ইহুদিবাদী ইজরায়েল গাজায় হত্যা এবং রক্তের জন্য পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে। সোমবার ফিলিস্তিনের সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা খান ইউনুস শহরের নাসের হাসপাতাল চত্বরে আবিষ্কৃত গণকবর থেকে আরও ৭৩টি লাশ উদ্ধারের কথা ঘোষণা করে। এর আগের দিনও সেখান থেকে বহু ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এ পর্যন্ত নাসের হাসপাতালে চত্বর থেকে প্রায় ৩০০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে যার বেশিরভাগই নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ লোকজনের। গত মাসে ইহুদিবাদী বর্বর সেনারা নাসের হাসপাতাল অবরুদ্ধ করে সেখানে আগ্রাসন চালায় এবং এ সমস্ত মানুষকে হত্যা করে। হামাস এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রতিদিন ইহুদিবাদীদের বর্বর অপরাধের যে ঘৃণ্য চিত্র বেরিয়ে আসছে বিশেষ করে হাসপাতাল চত্বরে নারী এবং শিশুদের মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে তাতে একথা নিশ্চিত হয় যে, এই ফ্যাসিস্ট শত্রুরা খুন এবং রক্তের জন্য পিপাসার্ত হয়ে রয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইজরায়েল হচ্ছে এমন একটি শক্তি যারা মানবিকতার সমস্ত মূল্যবোধকে পদদলিত করেছে এবং বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইহুদিবাদী ইজরায়েল অবরুদ্ধ গাজার ওপর বর্বর আগ্রাসন শুরু করেছে এবং এ পর্যন্ত তাদের হাতে কমপক্ষে ৩৪ হাজার ৯৭ জন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে শতকরা ৭২ ভাগ নারী ও শিশু।

পরপর ৮০ বার কাঁপল তাইওয়ান সিরিজ ভূমিকম্পে তীব্র আতঙ্ক

বিশেষ প্রতিনিধি: ভূমিকম্প যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাইওয়ানকে। একের পর এক। সিরিজ ভূমিকম্পের কবলে পড়ল তাইওয়ান। সোমবার ২২ এপ্রিল রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৮০টিরও বেশি কম্পন অনুভূত হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৩। ৯ মিনিটে প্রায় পাঁচ বার কম্পন অনুভূত হয়েছে। চিনের স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলটির পূর্বের হুয়ালিয়েন কাউন্টিতে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। পূর্ব উপকূল ছাড়াও রাজধানী তাইপে কেঁপে ওঠে। তবে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির বিষয় জানা যায়নি। সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা থেকে (ভারতীয় সময় রাত ১০টা) তাইয়ানের কম্পন অনুভূত হয়। সন্ধে থেকে মধ্যরাত অবধি প্রায় ডজনখানেক ভূমিকম্প অনুভূ হয়েছে তাইওয়ানে। গত ৩ এপ্রিল তাইওয়ানের ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সেই সময় মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১৪ জনের, আহত হন প্রায় ৭০০ জন। ওই ভূমিকম্পের পর অঞ্চলটিতে শতাধিক আফটার শক হয়। সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত একটি হোটেল ভবন হেলে পড়েছে সোমবারের ভূমিকম্পে। হুয়ালিয়েনের ফায়ার সার্ভিস বিভাগ সূত্রে খবর, আগে থেকে পরিত্যক্ত ছিল ভবনটি।

সোমবার আতঙ্কের কম্পনে তাইপেতে এক হোটেলে ছিলেন এক পর্যটক। ভুক্তভোগী এক আবাসিক বলেন, তখন হাত ধুচ্ছিলাম। মনে হল হঠাৎ টাল খাচ্ছি। মনে হল মাথা ঘুরছে। কোনও মতে রুমে গিয়ে দেখি কাঁপতে শুরু করেছে গোটা হোটেলটাই। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ তাইওয়ান। এই দেশ দু'টি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। সে কারণেই প্রায়শই ভূমিকম্প হয় এখানে। ২০১৬ সালে ভূমিকম্পের ক্ষত এখনও ভুলতে পারেনি এদেশ। সেবার ভূমিকম্পের মৃত্যু হয়েছিল ১০০ জনের। ১৯৯৯ সালে, তাইওয়ানে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ২৪০০ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ভূমিকম্পে ৫০ হাজার ভবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কম্পন-প্রবণ দেশ বলেই এখানকার বহুতল এবং বিভিন্ন ভবনগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা হয়। সেগুলি তৈরিতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ম-রীতি মানা হয়। জনসচেতনতা প্রচারও চলে সেই সঙ্গে। উল্লেখ্য, ২১ মার্চ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। সিকিম থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এমনকী পড়শি দেশ ভুটানেও ভূমিকম্প হয়। অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেঙ্গে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৭। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ভুটানেও ভূমিকম্প হয়, যার জেরে কম্পন অনুভূত হয় সিকিমে। মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতেও ভূমিকম্প হয়।

বিবিধ

হুজুর কেবলার সঙ্গে পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক আনোয়ার

নিরঞ্জন দোলই

হলদিয়ার দেউলপোতা অঞ্চল আইমার সভাপতি শেখ আনোয়ার আলি বাংলার শুভ নববর্ষে সর্বসাধারণের জন্য শুভেচ্ছা ও মিষ্টিমুখ করালেন। সেই সঙ্গে তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে নিউ সংসার বাসনালয়, নিউ আলমারি হাউস ও এইচ এন এন্টারপ্রাইজের নববর্ষের খাতা খুললেনউ ওই নববর্ষের দিনে মানুষের উপস্থিতি নজর কাড়ে। সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

আইমা নেতা শেখ আনোয়ার আলি বলেন, প্রতিবছর ওই দিনটার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন। ওই দিন দোকানদার ও খরিদ্দারের মধ্যে পুনরায় মেল বন্ধন হয়। আইমা নেতারা ওই দিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে।

শেখ আনোয়ার আলি আরও বলেন, প্রতাপপুর দরবার শরিফের সম্মানীয় হুজুর কেবলাহ সৈয়দ খালেদ হোসাইন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক। দীর্ঘ বছর ধরে যেকোনও সমস্যার সমাধানে হুজুর কেবলা আমাকে পথ দেখান। তাঁর দেখানো পথেই ব্যবসার আমুল পরিবর্তন হয়েছে। আমার ব্যবসার কর্মীদের রুটি-রুজির দেখভাল নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। যাতে করে তাঁদের জীবন-যাপন মসৃণ হতে পারে। সেইসঙ্গে আইমার সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক। সংগঠনের সাংগঠনিক দিকগুলি আমাকে আপ্লুত করে, যা রাজনীতির উর্ধ্বে কথা বলে। সেই কারণেই এলাকাভিত্তিক মানুষ আইমায় প্রবেশ করছেন। আনোয়ার আলি সাহেব একজন দানশীল, উদারচেতা মনের মানুষ।

কেএফসি ট্রাস্টের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন আহমেদ হাসান ইমরান

সাজ্জাদ হাসান

হাওড়া জেলার শ্যামপুরের খাজনাবাহালায় কেএফসি ট্রাস্টের বাৎসরিক সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হল। গত ১৭ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেএফসি ট্রাস্ট গত সাত বছর ধরে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের উপর কাজ করে আসছে যেমন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ, প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার প্রদান, দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ, বিনা ব্যয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির, চক্ষু পরীক্ষণ শিবির, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফকে কেন্দ্র করে হেলমেট বিতরণ, সুস্বাস্থ্য ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে থাকা, দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ, গুণীজন সংবর্ধনা, কেএফসি রত্ন অ্যাওয়ার্ড, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা-সহ একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করে থাকে কেএফসি ট্রাস্ট।

উল্লেখ্য গত ২১ এপ্রিল ছিল গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় প্রাক্তন সংসদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরানকে। এছাড়াও সম্বর্ধনা জানানো হয় নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক নূরকেও। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাজনাবাহালা হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ বাউজুল হোসেন, আবদুল হাকিম, হাসিবুর রহমান, কে এফ সি ট্রাস্টের সম্পাদক রেজাউল হক খান, সভাপতি ওমর ফারুক খান, কোষাধ্যক্ষ লোকমান আলি খান, ডিরেক্টর মুক্তার আহমেদ খান, লিয়াকত আলি খান-সহ বহুগুণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণে ট্রাস্টের সভাপতি ওমর ফারুক খান বলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে বঞ্চিত মুসলমানদের জীবনের বুদ্ধিভিত্তিক নেতৃত্ব দানে আহমেদ হাসান ইমরান এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে মজলুম জনগণের প্রতি তাঁর কলম সহানুভূতি ও মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সেই ছাত্র অবস্থা থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দৈনিক পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক সর্বত্রই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর মতো গুণীজনকে কেএফসি ট্রাস্ট পেয়ে গর্বিত। সংবর্ধনা পাওয়ার পর আহমেদ হাসান ইমরান বলেন, আমি খুব খুশি কেএফসি ট্রাস্টের এই বহুমুখী প্রকল্পের কাজে। গ্রামীণ জনপদে তাদের সমাজসেবা প্রকল্পের আদর্শ উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি অভিনন্দিত করেন তাদের বিভিন্ন ধরনের জনমুখী প্রকল্পকে। তিনি আরও বলেন, একজন প্রবাসী ব্যবসায়ী তাঁর গ্রাম ও মাটিকে মনে রেখে যেভাবে শিক্ষা-সহ নানা সামাজিক প্রকল্পে এলাকার তরুণদের উৎসাহিত করে চলেছে, তার জন্য ওমর ফারুক-সহ তাঁর অন্যান্য সহযোদ্ধা-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানান। আগামীদিনের কেএফসি-র সাফল্য কামনা করেন। আরও এক সম্বর্ধনা প্রাপক ইমদাদুল হক নূর সাহেব বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠান একটি আদর্শ হয়ে থাকুক। গত সাত বছর ধরে এই ধরনের জনমুখী প্রকল্পের কাজ করে চলেছেন, তার জন্য তাদেরকে জানাই সাধুবাদ। অনুষ্ঠানের অতিথি খাজনাবালা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম বলেন, পাশেই আমার স্কুল এরা আমাদেরই ছাত্র, এরা সারা বছরই মানুষের পাশে থাকে, বিপদে-আপদে সবসময় এদেরকে পাওয়া যায়, এদের এই জনমুখী প্রকল্পকে তিনি সাধুবাদ জানান।

রাজ্যে বইছে দুর্নীতির জোয়ার

প্রথম পাতার পর

দেখা যাচ্ছে, এমএলএ-সাংসদ হওয়ার পূর্বে যিনি ছিলেন লক্ষ্যপতি, তিনি এমএলএ ও সাংসদ হওয়ার পরে হয়েছে ক্রোড়পতি। নামে-বেনামে, বিঘা বিঘা জমি, ফ্লাট। আর হয়েছে বহু সম্পদের মালিক। বলা যায়, রাজ্যবাসীদের জন্য উন্নয়নের ভাঁটা সৃষ্টি করে দলীয় নেতৃত্বের দ্বারা দুর্নীতির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলছি, রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার নয়, সৃষ্টি হয়েছে দুর্নীতির জোয়ার।

তিনি বলেন, মানুষের দৃষ্টি কি অন্ধত্বে পরিণত? যে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না? মানুষ কি বধির, যে কিছু শুনতে পায় না। না মানুষগুলো সব অনুভূতিহীন, কিছু অনুভব করতে পারে না। রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে এরা বোধহয় এইরকমই কিছু একটা ভাবে, কিংবা এরা নিজেরাই লজ্জা শরমহীন, তাই প্রকাশ্য সভামঞ্চে নাচের ভঙ্গিতে জ্বলন্ত সত্যগুলোকে এড়িয়ে, নির্ভেজাল মিথ্যা বলতে তাদের শরমের অনুভূতিটুকুও জাগে না। তিনি আরও বলেন, সত্য তো এটাই, শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চাকরি না দিয়ে, রাজ্য শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা চাকরি চুরি করেছে। অযোগ্য অপাত্রের হাতে চাকরি বিক্রি করেছে। শতশত দিন খোলা আকাশের নীচে, জীবনের মূল্যবান সময় শেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী চাকরির জন্য আন্দোলন করছে। তাদের কথা ভাববার, তাদের বাঁচার পথ নির্ণয় করার পরিবর্তে, তর্জন-গর্জন করে মানুষের মন ভুলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবের প্রেক্ষাপটে এটাই তো সত্য ও জ্বলন্ত নিদর্শন। রাজ্যবাসী দেখছে ১৩টা বছর ধরে শিল্প সম্মেলনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অর্থনাশ করছে, শিল্প আর আসেও না, শিল্প আর হয় না। বরং চালু শিল্পকারখানা বন্ধ হচ্ছে। তিনি বলেন, তাই এই নির্বাচন হিসেব বুঝে নেওয়ার নির্বাচন। শত শত জমাকৃত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার নির্বাচন। বঞ্চনা ও মৌলিক অধিকার খর্ব করার সমুচিত জবাব দেওয়ার নির্বাচন। তাই রাজ্য জনগণের কাছে এইটুকুই বলব, রাজনৈতিক এই কলা- কুশলীদের চক্রান্তে পড়ে, নিজের ভোটাধিকারকে চাকরি চুরির মতো,

ভোট চুরি হতে দেবেন না। চাকরি বিক্রির মতো ভোট বিক্রি করবেন না। ভোট দান করা আপনার মৌলিক অধিকার, চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে ও বাস্তব পরিস্থিতি কে সামনে রেখে স্বাধীনভাবে আপনি আপনার ভোট প্রয়োগ করুন।

নিয়োগ কেলেঙ্কারি

প্রথম পাতার পর

এক কথায় বলা যায়, ১৩ বছর ধরে দুর্নীতির একটি সংগঠিত চক্র সারা রাজ্যে পাকাপোক্ত ভিত রচনা করেছে। সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব বলেন, চাকরি বিক্রির এরূপ কুৎসিত চেহারা, ইতিহাসের কোনও কালে হয়েছিল কি না জানা নেই। ২০২২ সালের জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষক দুর্নীতি-কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছে ২৮ জন। গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষা ও শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৈরি হওয়া নিয়োগ নজরদারি কমিটির উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাও গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতার হয়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ। এ ছাড়া আরও আরও অনেকে। এছাড়া আরও কতজন জেলে যাবেন সময় বলবে।

ঘৃণাভাষণে সীমা ছাড়ালেন মোদী

প্রথম পাতার পর

তাই আস্তিনে গুটানো মেরুকরণের পুরনো তাস বের করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছেন তাঁরা। রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের জনসভায় তাই দলিত, জনজাতি, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের সঙ্গে মুসলিমদের বিরোধ লাগিয়ে ভোটের ফায়দা লুটতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মোদীর মতে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে 'এক্স রে' করে ঘরের সব সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। মোদী আরও বলেছেন, 'যখন কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ার দলগুলি ক্ষমতায় ছিল তখন দলিত এবং সমাজে পিছিয়ে থাকা শ্রেণির সংরক্ষণ কমিয়ে মুসলিমদের দিতে চেয়েছিল। ভোটব্যাঙ্কের জন্য তারা সংবিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে মুসলিমদের আলাদা সংরক্ষণ দিতে চেষ্টা করেছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই তোষণের রাজনীতি করছে কংগ্রেস। এই রাজনীতি তাদের ডিএনএ-তে রয়েছে। এই তোষণের জন্য দলিত, সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ এবং জনজাতির সংরক্ষণ যদি তাদের ছিনিয়ে নিতে বলা হয়, তারা এক সেকেন্ডও দেরি করবে না। মোদীর এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ খুলেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে যদি কংগ্রেস মুসলিমদের তোষণ করে আসত, তাহলে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা আজও এত খারাপ কেন? কেন তারা তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হয়ে জীবন যাপন করছে? আসলে রাজনৈতিক হতাশা এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে মোদী এবং তাঁর সঙ্গোপাঙ্গরা মুসলিমদের টার্গেট করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন আইমা সুপ্রিমো। এদিকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের করা 'কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে দেশে শরিয়তি আইন চালু করতে চায়' মন্তব্যকে কটাক্ষ করে ভাইজান বলেন, দেশে তো সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। তখন তারা শরিয়তি আইন চালু করেনি। তাহলে আজ হিন্দুত্ববাদীদের এত লাফালাফির মধ্যে তারা কি এই ঝুঁকি নেবে? আসলে যোগীর মতো ভণ্ড, জুমলাবাজ আর হিন্দুত্বের পোস্টারবয়রা মানুষকে বোকা ভেবে তাদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সুচারুভাবে। কিছু মানুষ সেটা খাচ্ছেও। ঘৃণাভাষণ হোক বা মিথ্যা অপপ্রচার, ভোটের বাজারে হিন্দু ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে দেশবাসীকে বোকা বানানোর খেলা গেরুয়া শিবিরকে কতটা ডিভিডেন্ড দেবে সেটা ৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশের পরই জানা যাবে। তবে এই ঘৃণাভাষণ একদিন এদের কাছেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে না, সে কথা কে বলতে পারে?

দেশ-রাজ্যে অবরুদ্ধ উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

আবার কেউ ভোটকে সামনে রেখে রামনবমীর মিছিলে সামিল হচ্ছে। তৃণমূল দেখছে, রামনববীর মিছিল করে বিজেপি সব হিন্দুর ভোটে ভাগ বসাবে, তৃণমূলের প্রার্থীরা ও রামনবমীর মিছিল করে জানান দিচ্ছে, লাইনে আমরাও আছি। তাতেও যখন মানুষের মন ভিজছে না, দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টাও চালিয়েছে।

খুবই বিনয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে, ধর্ম কখনও দাঙ্গার, দ্বন্দ্বের, বিভাজনের শিক্ষা দেয় না। ধর্ম তো মনকে, আত্মাকে,পবিত্র করার নাম। নিষ্কলুষ জীবন-যাপনের নাম, একে অপরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাসের নাম, সুখে-দুখে একে অপরের পাশে থাকার নাম ধর্ম। সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব বলেন, রাজনীতিকদের নিকট দেশের মানুষ ধর্ম শিখতে চায় না, ধর্মাচরণের দীক্ষাও নিতে চান না। দেশের জনগণ দেশ শাসকের নিকট চাকরি-বাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণা থেকে, বেকারির জ্বলন থেকে মুক্তি চায়। গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষা চায়। ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ চায়, উন্নয়নের দিশা চায়। রাজ্যের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে খুবই জোরালোভাবে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ বিগত ১৩ বছর ধরে কেবলমাত্র নীল-সাদা রং করার উন্নয়ন দেখেছে, প্রকৃত উন্নয়ন দেখেনি। ছাত্ররা সাইকেল, পোকা চালের ভাতের উন্নয়ন দেখেছে, শিক্ষার উন্নয়ন দেখেনি। মেয়েরা রূপশ্রীর ফাটকা উন্নয়ন দেখেছে, নারীর নারীত্ব রক্ষার উন্নয়ন দেখেনি। মহিলারা লক্ষী ভাণ্ডার এর ভিক্ষাবৃত্তিমূলক উন্নয়ন দেখেছে, লেখাপড়া শেখা সন্তানের চাকরির উন্নয়ন দেখেনি। রাজ্যের জনগণ চুরি দেখেছে, লুট দেখেছে, তোলাবাজি দেখেছে, প্রমোটিং, সিন্ডিকেট আর গ্রাম-গঞ্জে তৃণমূল বাহিনীর দৌরাত্ম দেখেছে, শিল্প কারখানা দেখেনি। সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, রাজ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নের ধারা। কলকাতা শহরের বাস্তুতন্ত্র দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। জলাভূমি, সবুজ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শাসক দলের প্রমোটিং ও সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর অবাধ ও বেপরোয়া নির্মাণের ফলে খোলা মাঠ আর চোখেই পড়ছে না। সদ্য গার্ডেনরিচ এলাকায় নির্মাণ ধসে পড়ে ১০-১২ জন নিরীহ মানুষের অপমৃত্যু ঘটল এর দায় কে নেবে? টাকা দিয়ে তো প্রাণের মূল্য দেওয়া যায় না। সর্বত্র বেআইনি নির্মাণ চলছে। কাউন্সিলর, বিধায়ক থেকে মেয়র পর্যন্ত সকলের যোগ-সাজোশ না থাকলে, এত বৃহৎ একটা শহরে এমন কাজ হয় কী করে? প্রমোটিংদের এই বাড় বাড়ন্তের পিছনেও শাসকদলের ছোটো-বড়ো নেতারাই জড়িত। সব মিলিয়ে শহরজুড়ে একটা অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য শাসক দলের সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসকারীর অশুভ আঁতাতের পরিণাম সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ। শহর, শহরতলি, গ্রাম-গঞ্জে কোথাও সুস্থ পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তা আর নেই। একমাত্র জনগণের দ্বারা সম্ভব এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

চাকরি হারিয়ে দিশাহীন প্রার্থীরা

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভর্তি। এদের কাছে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। এত মানুষের চাকরি চলে গেল তৃণমূলের লোভ আর ভ্রান্ত নীতির ফলে। এরা স্বচ্ছতার ধার ধারে না। সব জায়গায় লুকোছাপা। এই দায় মাথায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। এদিকে হাইকোর্টের রায়ে এত মানুষ চাকরিচ্যুত হওয়ায় নানান প্রশ্ন সামনে আসছে। যেমন নিয়োগ পদ্ধতির সমস্যার জন্য দায়ী নিয়োগকর্তা। তাহলে খামোখা তার শাস্তি কেন পাবেন যোগ্য প্রার্থীরা? তাছাড়া কেউ যদি দেখাতে পারেন যে পনেরো বছর আগে শিক্ষক নিয়োগের সময় ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় গরমিল ছিল, অথবা কুড়ি বছর আগে পুলিশ নিয়োগের সময় অনেকে একে তাকে ধরে বেআইনিভাবে তালিকায় ঢুকেছিল, অথবা পঁচিশ বছর আগে বিচারপতি নিয়োগের সময় সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয়নি, তাহলে কি সেই সব ব্যাচের সব শিক্ষক,পুলিশ বা বিচারকদের চাকরি এখন গণহারে চলে যেতে পারে? চাকরি বাতিল করা ও বেতন ফেরত দেওয়ার রায় কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত? উঠছে এমন প্রশ্নও।

হিন্দু যুবক আশিস কোলার সঙ্গে এক পাত্রে খাবার খেলেন ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান আর সম্প্রীতি যেন দুটো সমার্থক শব্দ। এই দুটো শব্দবন্ধ যেন একে অপরের পরিপূরক। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের কাছেও সমান জনপ্রিয় তিনি। সম্প্রতি ভাইজানের সম্প্রীতির উদাহরণ আরও একবার প্রকাশ্যে এল। প্রতিবেশী হিন্দু যুবক আশিস

কোলার সঙ্গে এক পাত্র থেকে খাবার খেলেন তিনি। আর এই মহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পৃথিবীতে সব মানুষই সমান। কেউ কারও থেকে বড়ো নয় বা কেউ কারও থেকে ছোটো নয়।

আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান যে পরিবার ও পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, সেই পরিবারটি এই বঙ্গে সুফিচর্চার অন্যতম একটি পীঠস্থান বলে পরিচিত। সুফিবাদ মানেই মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলে। মানুষকে ভালবাসাই প্রধান ধর্ম বলে মনে করে। ফলে তেমন একটি পরিবার থেকে উঠে আসা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব নিজেও যে মানুষের মধ্যে থেকে ভেদাভেদ দূর করার কাজে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করবেন— সেকথা না বলে দিলেও চলে। তারই প্রমাণ তিনি রেখে চলেছেন প্রতিনিয়ত তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। এবার আরও একবার মানবতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি প্রমাণ করলেন, সব মানুষই তাঁর কাছে সমান। এক্ষেত্রে কোনও হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই।

আশিস কোলা একজন সাধারণ হিন্দু যুবক। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি এসেছিলেন আইমার একটি কর্মসূচিতে। সেখানেই ভাইজান তাঁকে ডেকে নেন মঞ্চের ওপর। তারপর একই পাত্র থেকে দুজনে তরমুজ খান। তারপর ভাইজান জানতে চান, এইভাবে একপাত্র থেকে খাওয়ার ফলে আশিস কোলার 'জাত' চলে গেল কি না। ভাইজানের মুখে এই কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়েন তিনি। তারপর মৃদু ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে জানান এরকম কোনও বিষয় নেই। আসলে রাজনীতির লোকদের কথা শুনে আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সীমানা গড়ে তুলেছি।

এদিকে ভাইজান তাঁকে মঞ্চে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একই পাত্র থেকে খাবার খাওয়ায় অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে পড়েন আশিস কোলা। তিনি তাঁর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। সেই অবস্থাতেই তিনি ধন্যবাদ জানান আইমা সুপ্রিমোকে। অন্যদিকে সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান বলেন, আজ ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। বছর পনেরো আগেও এই অবস্থা ছিল না দেশের। একদল উগ্র সাম্প্রদায়িক দল আজ মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়ে দেশের এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই বিভেদের রাজনীতিকে শেষ করতে হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ভীষণ জরুরি।

সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসার স্কুল বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন হল হুজুর কেবলার হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত প্রতাপপুর দরবার শরিফে তৈরি হয়েছে সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসা। এই মডেল মাদ্রাসাটি হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের স্বপ্নের প্রজেক্ট। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ প্রতাপপুর দরবার শরিফের বাৎসরিক ইসালে সওয়াবের সময় এই মডেল মাদ্রাসার উদ্বোধন হয়। ইতিমধ্যেই প্রভূত সাড়া পেয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বহু জায়গা থেকে মানুষ এসে তাঁর সন্তানকে ভালো মানের শিক্ষা পাওয়ার জন্য এখানে ভর্তি করছেন। সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসার বিশেষত্ব হল, ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাকেও এখানে বিশেষভাবে মান্যতা দেওয়া হবে। যেমন একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকবে জেনারেল শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর, অন্যদিকে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে পড়ুয়াদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। আরবি ও ইংরাজিতে সাবলীলভাবে কথা বলার জন্য এখানে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের নামাঙ্কিত এই শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানটি। এবার এই মডেল মাদ্রাসার স্কুল বিল্ডিং-এর উদ্বোধন করলেন হুজুর কেবলা স্বয়ং। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ফিতে কেটে স্কুল বিল্ডিংটির দ্বারোদঘাটন করেন তিনি। সেই উপলক্ষে স্কুল বিল্ডিংয়ের সামনের অংশ ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

এদিকে সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসায় পড়ুয়া ভর্তির ব্যাপারে জানা গিয়েছে এখনও কিছু আসন খালি রয়েছে এখানে। তাই যেসব অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চান তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ আদর্শ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এখানে যেমন রয়েছে উন্নত মানের শিক্ষা পরিষেবা, ঠিক তেমনই রয়েছে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের দিয়ে কোচিং এবং ক্লাসের ব্যবস্থা। ফলে অঙ্কুরিত অবস্থায় উপযুক্ত জল-হওয়া পেয়ে যেমন একটি গাছ বেড়ে ওঠে, তেমনভাবেই প্রতিটি শিক্ষার্থী সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসায় সেই পরিবেশ পাবে।

শিক্ষা আনে চেতনা। আর চেতনা থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তাই আজকের যে শিশু, সে বিবেচিত হয় আগামীর ভবিষ্যৎ হিসাবে। ফলে শিশুকাল থেকে যদি তার মধ্যে সুশিক্ষা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে আগামী দিনে একজন ভালো মানুষ হিসাবে সে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে। আর এই বিষয়টিকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। তাঁরা চান, এই মডেল মাদ্রাসার পড়ুয়ারা দেশ গঠনে ভূমিকা রাখুক। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তথা সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসার কর্ণধার পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেও মনে করেন, এই মডেল মাদ্রাসার পড়ুয়ারা একদিন নিজেদের কর্মগুণে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। তারা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে। সেই কথা মাথায় রেখেই তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষকরাও তাঁদের একশো শতাংশ দিয়ে পড়ুয়াদের উন্নত চরিত্রের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাই একথা হলফ করে বলাই যায়, শিক্ষা আন্দোলনের যে মিশন শুরু করেছে সৈয়দ খালেদ আলি মডেল মাদ্রাসা, একদিন তা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হবে।

নন্দকুমার ব্লকে আইমাতে যোগ একাধিক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তাধারা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। আর এই ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার জন্যই সাধারণ মানুষের মধ্যে আইমা সুপ্রিমোর এত বেশি জনপ্রিয়তা। সমাজের জন্য, জাতির জন্য প্রতিনিয়ত ভাবনা এবং মানুষের জন্য এত নিবেদিত প্রাণ ব্যাক্তিত্ব খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা যায়। সেদিক থেকে বিরল চরিত্রের অধিকারী আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর আর একটা বড় গুণ হল— জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে চলতে পারেন তিনি। ফলে হিন্দু-মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁকে আপন ভেবে নিজেদের কাছে টেনে নিয়েছেন। সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিরিখে দেখতে গেলে প্রায় সমস্ত জেলাতেই ভাইজানের জনপ্রিয়তাকে এখনও পর্যন্ত কেউ টক্কর দিতে পারেনি। আগামীদিনেও যে পারবে, সে ভরসাও নেই।

দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে আইমা সংগঠনের মাধ্যমে তিনি মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। শক্ত হাতে সংগঠনের হাল ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। ন্যায়বিচার আর যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন আইমার অন্যতম দুটি গুণ। আর এই গুণের ওপর ভর করেই তরতর করে এগিয়ে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইমার সৈনিকদের প্রতিও অত্যন্ত দরাজ দিল সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ সংগঠনের প্রতিটি কর্মী। তাঁরা প্রাণপ্রিয় ভাইজানের একটা আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন। কখন ভাইজান তাঁদের কাজের কথা বলবেন। এ হেন একজন মানুষের কাছে যুব সমাজের আইকন হয়ে ওঠাটা তাই খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে ভাইজান অন্ত প্রাণ সৈনিকরা মুহূর্তের মধ্যে মানুষের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করেন না।

এমন একজন স্বনামধন্য ও গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্য কে না পেতে চায়! তাই তো আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তাধারা এবং সমাজের জন্য প্রতিনিয়ত তাঁর ভাবনা ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে নিয়ে চলার যে দক্ষতা, তাকে কুর্নিশ জানিয়ে এবার আইমা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের অন্তর্গত ৬ নম্বর অঞ্চলের মিরপুর গ্রামের একাধিক যুবক।

ভাইজানের কাজে খুশি হয়ে আইমার প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন তাঁরা। যদিও তার আগে আইমা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এই নতুন সদস্যবৃন্দ। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে সংগঠনের নেতৃত্ব একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করেন। সেই সভাতে সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। আইমা কী এবং এই সংগঠন কেন করা উচিত সে সম্পর্কে দৃকপাত পারেন কেউ কেউ। এরপর সদস্য হিসাবে নিজেদের নাম নথিভুক্তকরণের ফর্ম তুলে দেওয়া নতুন সদস্যদের হাতে। এদিনের এই বিশেষ কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন আইমার যুব নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার সৈনিকরা।

এদিন যোগদান-পর্ব সম্পন্ন হলে নতুন সদস্যরা জানান, তাঁরা অত্যন্ত আপ্লুত এই কারণে যে, আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তাঁদের ওপর ভরসা করে তাঁদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের একশো ভাগ দিয়ে আইমা সুপ্রিমোর ভরসার মর্যাদা রাখবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও তাঁরা আরও দাবি করেছেন, যতদিন আইমা সংগঠন টিকে থাকবে তাঁরা এই সংগঠনের গর্বিত সৈনিক হিসাবে নিঃশর্তে কাজ করে যাবেন।

লোকসভা ভোটে আইমার ভূমিকা কী হবে, সে বিষয়ে গোপন ব্যালটে ভোটাভুটি চলছে। ভোট দিচ্ছেন দেউলিয়া আইমা ইউনিটের সদস্যরা।

ভুবনেশ্বর আইমার উদ্যোগে পথচলতি মানুষদের শরবত বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম নতুন কিছু নয়। সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমগ্র ওড়িশায় জনসেবার কাজে যুক্ত

আছেন আইমার সৈনিকরা। এখনকার প্রতিটি ইউনিটের সৈনিকরা অত্যন্ত সক্রিয়। সমাজসেবার নানামুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তাঁরা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান সবসময়। এই যে সব ক্ষেত্রে তাঁদের এগিয়ে এসে দায়িত্ব নেওয়া— ভুবনেশ্বরের মানুষের কাছে তাঁদের জনপ্রিয়তাকে দ্বিগুণ করেছে। এবার ওই রাজ্যেরই ভুবনেশ্বর আইমা ইউনিটের ৩ নম্বর মসজিদ কলোনি টিম একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালন করল। এর আগেও ভুবনেশ্বর আইমা ইউনিটের সৈনিকরা ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সময় প্রাণ বাজি রেখে মানুষকে পরিষেবা দেবার জন্য ছুটেছিলেন। তাঁদের শুশ্রূষায় অনেক আহত মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এবার আরও একবার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করল ভুবনেশ্বর আইমা ইউনিটের অন্তর্গত ৩ নম্বর মসজিদ কলোনি টিম।

তীব্র দাবদাহে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। গরমের তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই অবস্থা আরও কিছুদিন থাকবে। অর্থাৎ গরম আরও

বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। এই তীব্র দাবদাহের কবলে পড়ে কোনও কিছুতেই যেন শান্তি নেই। না শুয়ে, না বসে, না খেয়ে। কিন্তু তাই বলে ঘরে বসে থাকলে তো আর পেট চলবে না। গরিব মানুষকে পেটের তাগিদে রুজিরুটির জন্য বেরতেই হবে। তাই গরম যতই থাকুক না কেন, তাকে উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই সেইসব মানুষের। এবার তাঁদের কথা ভেবেই ঠাণ্ডা শরবতের ব্যবস্থা করলেন ভুবনেশ্বর আইমা ইউনিটের ৩ নম্বর মসজিদ কলোনির সৈনিকরা। প্রবল গরমে এই ঠাণ্ডা শরবত একদিকে যেমন মানুষের পিপাসাকে দূর করে, অন্যদিকে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে তোলে। গরমের জ্বালা থেকে মানুষকে সাময়িক রেহাই দেবার জন্যই এমন সুন্দর আয়োজন করলেন ইউনিট-৩ মসজিদ কলোনি টিম আইমার সৈনিকরা। গাড়ির সওয়ারি এবং পথচলতি মানুষের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন শরবতের পাত্র। প্রাণ ভরে তাঁরা পান করলেন সেই ঠাণ্ডা পানীয়। এই মহতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আইমার সৈনিকরা আরও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আর্জি জানালেন তাঁরা। দেশের এই দুর্দিনে আইমার পক্ষ থেকে এমন আর্জি অভিনব তো বটেই, জরুরিও।

এদিকে ভুবনেশ্বর আইমা ইউনিটের ৩ নম্বর মসজিদ কলোনী টিমের মানবিক এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। আর যানবাহনের সওয়ারি এবং পথচলতি সাধারণ মানুষও ভীষণ খুশি তাঁদের দেওয়া শরবত পান করে। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন আইমার এই ইউনিটের সৈনিকদের। কাটফাটা গরমে শরবত পান করিয়ে আইমার সৈনিকরা যে তাঁদের সাময়িক স্বস্তি দিয়েছেন, তাতে যে তাঁরা কতটা খুশি, তাঁদের সেই উচ্ছ্বাস চাপা থাকেনি। তাছাড়া ইউনিট-৩ মসজিদ কলোনি টিমের সৈনিকরা নিজেরাও খুবই আনন্দিত এমন একটি জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে পেরে। তাঁদের বক্তব্য, আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে জনসেবার এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত। গরমের এই তীব্রতা থেকে মানুষকে একটু হলেও রেহাই দেবার চেষ্টা করেছি আমরা। মানুষ আমাদের এই উদ্যোগে খুশি হয়েছেন, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা।

আইমার ভূমিকা নির্ধারণে সুতাহাটা ব্লকে সদস্যদের ভোটপর্ব সম্পন্ন

লোকসভা ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি লোকসভা নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা কী হবে, গত সপ্তাহে একটি সাংগঠনিক সভা থেকে সেই বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি ব্লকের আইমার সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়। সেই মর্মে প্রতিটি বুথ কমিটিতে ব্যালট পেপার পাঠানো হয় যাতে সদস্যরা ভোট দিয়ে তাঁদের মতামত জানাতে পারেন। এই ব্যালট পেপারে লেখা ছিল, আইমার প্রার্থীরা এবারের ভোটে কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে চান? সেখানে প্রথমেই উল্লেখ ছিল আইমার নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কথা। তারপর বাম ও কংগ্রেস জোট, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং অন্যান্যদের কথা ছিল। এই বিষয়ের ওপর ভোটাভুটিতে অংশ নেন আইমার সদস্যরা। তেমনভাবেই সংগঠনের সুতাহাটা ব্লকের সংগঠনিক ভোট প্রক্রিয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার সেই ব্যালট বক্স তুলে দেওয়া হল আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জোন-২ এর সম্পাদক হাফিজুর রহমান খানের হাতে। তিনি সেই ব্যালট বাক্স পৌঁছে দেবেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরীফে। আগামী সপ্তাহে ফলাফল সামনে আসবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

9733684773
mazed.sk13@gmail.com
M Enterprise
Prop.- Sk. Mazed
Govt. Contractor of Civil, Mechanical &
General Order Suppliers & Transporter
Residence : ViLL-Barsundra, P.O.-Iswardaha Jalpai,
Dist.-Purba Medinipur, Pin-721654
Office : Barsundra Bat Tala, Haldia, Purba Medinipur

9733684773 / 7797147865
enterprisem73@gmail.com
Vehicle & Machinaries
Rental Service.

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৬শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি⊙২৬ এপ্রিল ২০২৪⊙১৩ বৈশাখ১৪৩১⊙শুক্রবার

মোদীর নির্লজ্জ মিথ্যাচার

প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানরা বুঝতে পেরেছেন খেলা ঘুরতে শুরু করেছে। যত সহজে তাঁরা ৪০০ আসন পেয়ে যাবেন বলে ভেবেছিলেন, অঙ্কটা ততটা সহজ নয়। বরং ভোটের বাকি দফাগুলো যে বিজেপির জন্য অশনি সংকেত বয়ে আনবে, পদে পদে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 'মোদীর গ্যারান্টি' যে আসলে ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়, সেটা বুঝতে পেরেছেন দেশের সাধারণ মানুষ। রাম মন্দির অতীত, শেষ ১০ বছরে উন্নয়ন যা হয়েছে তার থেকে বেশি হয়েছে দুর্নীতি। নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারি বিজেপির বাড়া ভাতে ছাই ফেলেছে। এই মুহূর্তে তাদের হাতে জ্বলন্ত কোনও ইস্যু নেই। তাই আবার একবার সেই পুরোনো মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দিয়ে নিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের তাসই হল বিজেপির 'ব্রহ্মাস্ত্র'। তাই এই মোক্ষম অস্ত্রকে ব্যবহার করার জন্য যতটা নীচে নামা যায়, তা নামতে কুণ্ঠা বোধ করেন না নরেন্দ্র মোদী। সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে ঘৃণাভাষণ দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর শাগরেদরা, তাতে যদি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধে যায় তার দায় কে নেবেন?

কিছুদিন আগে রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ায় নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশবাসীর সম্পদ কেড়ে নিয়ে 'যাদের বেশি সন্তান হয়' সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলি করে দেবে। কোনও রাখঢাক না করেই তিনি সরাসরি টার্গেট করেন মুসলিম সম্প্রদায়কে। তাদের 'ঘুসপেটিয়া' এবং 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দেগে দিয়ে মোদী দাবি করেন, মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র আর তাদের থাকবে না। সেটাও কেড়ে নেবে কংগ্রেস।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে মেরুকরণের এই যে পুরোনো তাস খেলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাতে তাঁর কোনও শাস্তি হবে না? মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোদীর এত বিদ্বেষ কেন? তারা তাঁর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে? এই গরল উগীরণ করে ভোটের ফায়দা হাসিল করতে গিয়ে দেশের মানুষের যে ক্ষতি করছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী, তা দেখেও কি চুপ করে বসে থাকবে নির্বাচন কমিশন? সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, ধর্মের জিগির তুলে ভোট চাইতে পারে না কোনও রাজনৈতিক দল। কিন্তু যে বিজেপির জন্মই হয়েছে মুসলিম-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে তাদের কাছে সংবিধানের রীতিনীতি মানার কোনও দায় নেই। এমনকি এবার আবার তারা ক্ষমতায় আসলে পুরো সংবিধান পাল্টে ফেলবে; সে বিষয়ে কোনও তর্ক চলে না।

রাজস্থানের জনসভা থেকে বিভাজনের রাজনীতিকে উস্কে দিয়েও নরেন্দ্র মোদী নির্লজ্জের মতো বুক ফুলিয়ে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন বেশ করেছেন। দরকার হলে আবার বলবেন। এত ঔদ্ধত্য আসে কোথা থেকে? তিনি যা বলেছেন, তা নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় চললেও নিজের অবস্থানে অনড় প্রধানমন্ত্রী।

একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার লোভে ভোট প্রচারে গিয়ে যখন উন্নয়নের বার্তা ছেড়ে বিদ্বেষ ছড়ান এবং সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেন, তখন বুঝতে হবে নীতিভ্রষ্ট এই মানুষের হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দিলে তার চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে দেশের মানুষকে। গত দশ বছর ধরে ভারতের মানুষ সেটা অনেকটাই উপলব্ধি করছেন। কংগ্রেস নাকি হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি মুসলিমদের বিলিয়ে দেবে। এতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা আর বিদ্বেষমূলক ভাষণ দিয়ে মুষ্টিমেয় জনগণের বাহবা কুড়োতে পারেন নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু দেশের মানুষের জানা উচিত, স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি দেশ শাসনের রেকর্ড রয়েছে কংগ্রেসের। এই ৭৫ বছর ধরে কংগ্রেসের কোনও অভিযোগের রেকর্ড আছে কি, যেখানে হিন্দুদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের দান করা হয়েছে? বরং উল্টোটা হয়েছে। কংগ্রেসী আমলেই মুসলমানদের সম্পত্তি বাবরি মসজিদ হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার দাঙ্গার ইতিহাসের কথা নাই বা বলা হল।

মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় একবার বলেছিলেন, দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার থাকবে আদিবাসী, জনজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। কোন পরিস্থিতিতে এবং কীসের ভিত্তিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কথাগুলো বলেছিলেন, তা কি জানেন না 'দাঙ্গাবাজ' নরেন্দ্র মোদী? কিন্তু সেই তথ্যকে বিকৃতি করে তিনি বলেছেন, কংগ্রেস বলেছে ওরা প্রতি ঘরে খুঁজে দেখবে সম্পত্তি কত। আমাদের মা বোনদের কাছে কতটা সোনা আছে, তার দাম কী। আদিবাসীদের রূপোর গয়নারও হিসেব করবে। সরকারি কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসেব করবে। ওরা বলেছে এই সম্পত্তি সবাইকে সমানভাবে বিলিয়ে দেওয়া হবে। কাদের দেবে? যাদের বাচ্চা বেশি, যারা অনুপ্রবেশকারী। ওরা সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে দেবে তাদের, যাদের জন্য মনমোহন সিং সরকার বলেছিল সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার মুসলিমদের।

এতবড় নির্মম মিথ্যা একজন নির্লজ্জ ও বেহায়া ছাড়া আর কেউ বলতে পারে কি না সন্দেহ আছে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই মিথ্যাচারের শাস্তি হবে না? সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের বীজ রোপণ করে কোন ভারত গড়তে চাইছেন তিনি?

এই নোংরা, মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং ঘৃণাভাষণের পরেও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩ নম্বর ধারা এবং নির্বাচনী আচরণ বিধির কথা কি ভুলে গিয়েছে মোদীর তল্পিবাহক নির্বাচন কমিশন? অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীরা যখন সামান্য কারণে শাস্তি পাচ্ছেন, তখন মোদী এতবড় অপরাধ করার পরেও কীভাবে পার পেয়ে যাচ্ছেন?

মোদী এবং তাঁর পারিষদরা যতই ভাবুন না কেন যে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে দিয়ে বিরোধীদের জধ করবেন, হাওয়া কিন্তু এবার অন্য কথা বলছে। যদি কোনওভাবেই ইভিএম হ্যাক না হয়ে থাকে, তবে এবারের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর দলের পক্ষে দেশের শাসন ক্ষমতায় বসা একপ্রকার অসম্ভব। তাই কি মেরুকরণের হাওয়া তুলে নির্লজ্জের মতো বিভাজনের রাজনীতিতে নামতে হল স্বয়ং 'ভগবানের অবতার' নরেন্দ্র মোদীকে?

● ● ● ● ● ●

সর্বোত্তম ও ক্ষুদ্রতম দরূদ

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাঁকে কেন্দ্র করেই তামাম পৃথিবীর সৃষ্টি। তাঁর প্রশংসাই হচ্ছে দরূদ। এই দরূদ পাঠ মানুষের ঈমানি শক্তিকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহতায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্যই দরূদ পাঠকেও নাজাতের মাধ্যম বানিয়েছেন। সর্বোত্তম দরূদ হলে দরূদে ইব্রাহিম। যা নামাজের শেষ বৈঠকে পড়া হয়। আর সবচেয়ে ছোট দরূদ হচ্ছে এটি— 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', যা পাঠের মাধ্যমে সালাত ও সালাম পাঠের হুকুম আদায় হয়ে যায়। সালাত ও সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদায় অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান জানানোর সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে এই দরূদ পাঠ করা। তাঁকে সম্মান জানানোর কথা কোরানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন— আমি তোমাকে (নবি) প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তোমরা রাসূলকে শক্তি যোগাও, তাঁকে সম্মান করো। (সূরা ফাতাহ— আয়াত ৮ ও ৯)

আল্লাহ রাসূলের মর্যাদায় বলেন, আল্লাহর নবির প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো ও তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। (সূরা আহজাব— আয়াত ৫৬)

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থাকতে চায়, সে যেন বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে। যে ব্যক্তি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবে, তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যায়। বেশি বেশি দরূদ পাঠের বরকতে স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত নসিব হয়ে যায়। দরূদ পাঠের বরকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারলে ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। দরূপ পাঠের ফলে বান্দার সব বৈধ চাওয়া পাওয়া আল্লাহ কবুল করেন।দরূদ পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই আল্লাহতায়ালা কোরানে আয়াত নাজিল করেছেন—নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) স্বয়ং এবং আমার ফেরেস্তাগণ নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ পাঠ পূর্বক সালাম প্রেরণ করিয়া থাকি। হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁহার উপর দরুদ পাঠ করো এবং সালাম প্রেরণ করো। (সূরা আহযাব— আয়াত ৫৬)

তাই যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম আলোচনায় আসে, তখন পড়ার জন্য দরূদ শরিফের সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাক্য নির্ধারণ করা হয়েছে; 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা তাঁর উপর সালাম পাঠান। এতে দরূদও আদায় হয়ে গেল, সালামও হয়ে গেল।

কোনও ইহুদি রাষ্ট্র ৮০ বছর টেকে না

যে ভয়ে ভীত ইজরায়েল

শুধুমাত্র ধর্ম কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এই প্রশ্ন সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে হয়তো এ নিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কোনও চর্চা হত না। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' কথাটি এমন সব নেতাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে যার প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব আছে।

সারফুদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশগুলো ইজরায়েলের 'পকেটে' থাকার পরও এই রাষ্ট্রটি অস্বাভাবিক রকম অস্থির আচরণ করছে। বিশেষ করে হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা গাজার মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে দানবের মতো যা করছে, তা ইজরায়েল কর্তৃপক্ষের ভেতরকার নাজুকাবস্থা ও অস্থিরতাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

সর্বশেষ ঘটনায় ইজরায়েলের একজন মন্ত্রী বলেছেন, গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলা উচিত। মনে হচ্ছে, এক ধরনের আতঙ্ক বা ফোবিয়ায় ইজরায়েল আক্রান্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে, অস্তিত্ব সংকটে পড়ার মতো কোনও অনুভূতি রাষ্ট্রটির নেতাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সবদিক থেকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত থাকার পরও ইজরায়েলএমন অস্থির আচরণ কেন করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এটি নিয়ে বাইরের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি হচ্ছে। এই নিবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে সেসব সূত্র থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

ইজরায়েল কেন গাজায় উন্মত্ত আচরণ করছে, কেন তারা গোটা গাজাকে গিলে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার জবাব খুঁজতে গিয়ে ইজরায়েলকে জড়িয়ে 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' শব্দগুচ্ছটি আবার জোরালো উচ্চারিত হচ্ছে।

ইংরেজিতে এই টার্মটিকে বলে 'কার্স অব এইট্থ ডেকেড।' আরবিতে বলে 'লা'নাতুল আকদিস সামিন।' 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' টার্মটির জন্ম হয়েছে ইহুদিদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ন্যায়শাস্ত্র তালমুদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে। (এইখানে বলে রাখা ভালো, তালমুদ কিন্তু ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত নয়। এটি তাওরাতের আলোকে ইহুদি পণ্ডিতদের রচিত নীতি ও আইনশাস্ত্র যা ইহুদিদের প্রাত্যহিক জীবনের করণীয়, পালনীয়, পরিত্যাজ্য বিষয়গুলোকে বাতলে দেয়)

এই তালমুদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল— কোনও ইহুদি রাষ্ট্র আট দশকের বেশি টিকবে না। ভেঙে যাবে। আর সে ভাঙন বাইরের কোনও শক্তির কারণে হবে না। হবে নিজেদের মধ্যকার জাতি-উপজাতির কোন্দল থেকে। বাস্তবিক দেখাও গেছে তাই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গত দুই হাজার বছরে বিভিন্ন স্থানে ছোটবড় সার্বভৌম ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে কিং ডেভিডের (ইসলামে যিনি নবি দাউদ আ.) রাজত্ব আর হাসমোনিয়ান রাজত্ব ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও ইহুদি রাজ্য ৮০ বছরের বেশি টেকেনি। কিং ডেভিডের রাজত্ব ও হাসমোনিয়ান রাজত্ব ৮০ বছরের বেশি টিকে থাকলেও এই দুই রাজত্বের ভাঙন ধরেছিল ৮০ বছরের মাথায়। এরপর সে দুটো রাজত্ব টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

আজকের আধুনিক এই 'ইহুদি রাষ্ট্র' ইজরায়েলের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৪ মে। ২০২৮ সালে ৮০ বছর পূরণ হবে। তার মানে হাতে আছে আর চার বছর। তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে আর তিন-চার বছরের মধ্যে ইজরায়েল রাষ্ট্রটি ভেঙে যাওয়ার কথা। ইজরায়েলিদের অনেকের মনে ভয়, তা হলে কি সেটাই ঘটতে যাচ্ছে?

শুধুমাত্র ধর্ম কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এই প্রশ্ন সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে হয়তো এ নিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কোনও চর্চা হত না। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' কথাটি এমন সব নেতাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে যার প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব আছে। যেহেতু ইজরায়েলের ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বিশ্বাসী ও তালমুদের আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত প্রত্যাদেশের অনুসারী, সেহেতু ইজরায়েলের বাসিন্দাদের একটি বিরাট অংশ 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' নিয়ে নিজেদের মধ্যে সিরিয়াস আলাপ আলোচনা করে থাকেন।

লেবানন থেকে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমে কোনও কোনও প্রতিবেদন বলছে, যেহেতু ইজরায়েলের বয়স এখন ৭৭ বছর, সেহেতু অনেক ইহুদি ইজরায়েলের ওপর কোনও দুর্যোগ নেমে আসলে কীভাবে সেখান থেকে সরে যাবেন, তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। তাঁরা এই ন্যাচারাল ফেনোমেনন বা প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ অমোঘ নিয়মে নেমে আসতে পারে বলে বিশ্বাস করেন।

ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক (যিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে দেশটির সেনাপ্রধান হিসেবে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্মানসূচক মেডেল পেয়েছিলেন) গত বছর ইসরায়েলের 'ইয়েদিয়ত আহরোনত' পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, ইহুদিদের গোটা ইতিহাসে দুটি ছাড়া ৮০ বছরের বেশি স্থায়ীত্বকালের কোনও রাষ্ট্র ছিল না। সে দুটির একটি হল কিং ডেভিডের রাজত্ব ও হাসমোনিয়ান রাজত্ব।

উভয় রাজত্বকালের ভাঙনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল অষ্টম দশকে। অষ্টম শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে ফিকে হতে থাকা আগেকার সেই ইহুদি রাজ্যগুলোকে যে বিভাজন জর্জরিত করছিল সেই বিভাজন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ওই নিবন্ধে এহুদ বারাক বলেছেন, ইজরায়েলী সমাজে বিভাজন ও বিভেদ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। বামপন্থী বনাম ডানপন্থী, ধর্মীয় গ্রুপ বনাম সেক্যুলার গ্রুপ, ধর্মীয় জায়নবাদী বনাম ধর্মীয় ইহুদিবাদী গোটা ইজরায়েলী সমাজকে শতধা বিভক্ত করছে যা ইজরায়েল রাষ্ট্রটির জন্য হুমকি হয়ে পড়েছে।

এহুদ বারাকের মতোই বিভক্তি নিয়ে তারও আগে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিউভেন রিভলিন। ২০১৭ সালে তিনি হার্জলিয়া কনফারেন্সে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, ইজরায়েলে ৩৮ শতাংশ সেক্যুলার ইহুদি, ১৫ শতাংশ জায়নবাদী ইহুদি, ২৫ শতাংশ আরব এবং ২৫ শতাংশ জায়নবাদী নয় এমন উগ্র অর্থোডক্স মৌলবাদীরা আছে। রিউভেন বলেছিলেন, এরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে বিবাদে জড়াচ্ছে তা উদ্বেগের বিষয়। রিউভেন বলেছিলেন, আমরা জায়নবাদীরা এই বাস্তবতা কি মেনে নিতে পারি? আমরা কি এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারি যে, ইজরায়েলের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক (আরব ও ফান্ডামেন্টালিস্ট ইহুদি) নিজেদের জায়নবাদী মনে করে না এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গায় না?২০১৭ সালে ইজরায়েলের 'হারেৎজ' পত্রিকায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ইজরায়েলকে অবশ্যই অস্তিত্ব বিষয়ক হুমকির কথা মাথায় রেখে এক হয়ে থাকতে হবে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ১৪০ বছর ধরে কেনান শাসন করা হাসমোনিয়ান ইহুদিরাও ৮০ বছরের বেশি একতা ধরে রাখতে পারেনি।

চলতি দফায় প্রধানমন্ত্রিত্ব হওয়ার আগে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ইজরায়েলকে আট দশকের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার নিশ্চয়তা তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই দিতে পারে। আর এর আগের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট ২০২০ সালে তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, একমাত্র তাঁর সরকারই অষ্টম দশকের অভিশাপকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের অবশ্যই দেশের ভেতর থেকে ভেঙে না পড়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ ইজরায়েলের মুখোমুখি সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি। আমরা সেই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে আছি যা ইহুদিদের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে ঘটেছিল।

অর্থাৎ এই 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' নিয়ে যে একটি ধারণা ইহুদিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেটি এই নেতাদের কথায় বোঝা যায়। অবশ্য ইতিহাসবিদরা অনেকে বলছেন, যেহেতু এর আগের সবগুলো ইহুদি রাজ্য ৮০ বছরের মধ্যে ভেঙে পড়েছে, সে কারণে ভবিষ্যতে যাতে ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শেষ না হয়ে যায়, তারা যাতে একতাবদ্ধ থাকে সে জন্য ধর্মীয় নেতারা এই অভিশাপের কথা বলেছেন।

'দ্য মিডল ইস্ট মনিটর' পত্রিকায় ২০২২ সালের ১২ মে প্রকাশিত একটি কলামে লিগ অব পার্লামেন্টারিয়ানস ফর আল কুদস-এর মহাপরিচালক মহম্মদ মাকরাম বালাবি বলেছেন, ইজরায়েলিদের মধ্যে নানা বিভেদ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে। হেরেদি সম্প্রদায় ও ধর্মীয় জায়নবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেক গভীর হয়েছে। হেরেদি সম্প্রদায় জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে, তারা তাওরাতের শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং তাদের জুলুমের কারণেই মুসলমানদের দিক থেকে ইহুদিদের ওপর পাল্টা আঘাত আসে। আর জায়নবাদীরা হেরেদি সম্প্রদায়কে আরবদের তোষণকারী বলে থাকে। এই ইস্যুতে আদর্শগতভাবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব গভীর হচ্ছে।'অষ্টম দশকের অভিশাপ' শুধু যে ইহুদি সমাজে আলোচিত হয় তা নয়, ফিলিস্তিনি ও আরব নেতাদের কথার মধ্যেও সেই শাস্ত্রীয় অভিশাপের উল্লেখ অনেকবার এসেছে। ২৫ বছর আগে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেছিলেন, ইজরায়েলের ভেঙে পড়ার সময়কাল শুরু হয়ে গেছে। হামাসের বর্তমান মুখপাত্র আবু উবায়দাও তাঁর সর্বশেষ ঘোষণায় ইহুদিদের উদ্দেশে বলেছেন, ইজরায়েলের সময় শেষ। এই যুদ্ধই চূড়ান্ত যুদ্ধ। অনেকে বলছেন, ৮০ বছরে তৃতীয় প্রজন্মের উদ্ভব হয়। তাঁরা বলছেন, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রজন্ম সাধারণত ঐক্যবদ্ধ থাকে। তাদের সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে কিছুটা বিরোধ তৈরি হয়। আর দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে সেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এতে মোটামুটি ৮০ বছর সময় লেগে যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইজরায়েলের নাগরিকদের পারস্পরিক মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ২০২৮ সালের মধ্যে ইজরায়েল নামক শক্তিশালী রাষ্ট্রটি অন্তর্কোন্দলে ভেঙে যাবে তা কোনও যুক্তির কথা নয়। তাঁরা এই অভিশাপের ধারণাটিকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু যেহেতু ইজরায়েলের জনগণের মনে এ নিয়ে একটা আতঙ্ক রয়ে গেছে, সেহেতু হামাসের সর্বশেষ হামলাকে তাঁদের অনেকে 'অষ্টম দশকের অভিশাপের' সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছেন। এতে তাঁরা প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন এবং সে কারণেই হয়ত ইজরায়েল সরকার সাধারণ জনমানসকে আশ্বস্ত করতে দানবের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪: একটি সমীক্ষা ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা

তালেবুর রহমান লস্কর

উত্তরপ্রদেশে লোকসভার আসন ৮০টি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তরপ্রদেশ থেকে বিরোধীদের প্রায় উৎখাত করে দিয়েছিল বলা যায়। আবার ২০১৯ সালেও একই অবস্থা, এখান থেকে বিজেপি প্রায় ৮০ শতাংশ আসন দখল করে, বিরোধী শক্তিকে কোণঠাসা করে ফেলে। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অবস্থা কী হতে পারে এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে জোরকদমে আলোচনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি যথেষ্ট চাপের সম্মুখীন। উত্তরপ্রদেশের মতো বৃহৎ রাজ্যের আসন হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। অনেকেই মনে করছেন,-চলতি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীও পরাজয় বরণ করতে পারেন। সেই সম্ভাবনা দিন দিন রাজনৈতিক ময়দানে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ৮০টি আসনের মধ্যে ৩৫টির বেশি আসন হারাতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। যদি উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৩৫টি আসন হারিয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে বিজেপির পক্ষে ম্যাজিক ফিগার অর্জন করা অনেকখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলা থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে ৩৫টি আসন পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে, সেটা দিবাস্বপ্ন এবং অসম্ভব ব্যাপার, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বের কথায়, ভাবে ও চালচলনে। হয়তো রাজ্য থেকে বিজেপির জেতা ১৮টি আসনও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কেবল নির্বাচনী বাজার গরম রাখতে বুকে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে বিজেপি নেতারা চলছে। মোদীর জুমলাবাজি ভাষণ, বাঙালি ভোটাররা বিলক্ষণ ধরে ফেলেছেন। জীবন-জীবিকায় বিপর্যস্ত জনগণ রাম ও মন্দিরভিত্তিক রাজনীতি ভোটারদের মনকে কতটা ভিজাতে পারবে? এই মোক্ষম প্রশ্নটি ঘোরাফেরা করছে নির্বাচনী সমীক্ষকদের মাথায়। কারখানায় কাজ হারানোর যন্ত্রণা কি মন্দির-মসজিদের রাজনীতিতে উপশম হওয়া সম্ভব?

পশ্চিমবাংলায় যেভাবে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে, অনুরূপভাবে সারাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ এখন ঊর্ধ্বমুখী। সর্বত্রই গরমা-গরম অবস্থা। বিজেপির ১০ বছরের শাসনে কৃষক সমাজ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত যুবক-যুবতী সবাই নিদারুণভাবে উপেক্ষিত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, গ্যাস, সবেতেই আকাশ ছোঁয়া অবস্থা। বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির ফলে দেশের সামাজিক পরিবেশ ও ক্ষতবিক্ষত। গত ১০ বছরে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে জনজীবন যথেষ্ট ভীত এবং সন্ত্রস্ত। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেটা ভারতবর্ষের শান্তির সুষম পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই প্রয়োজন, সেটা হল একে অপরের প্রতি বিশ্বাস আস্থা ও সু-সম্পর্ক। বিগত ১০ বছর ধরে বিজেপি একনাগাড়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ রাজনীতির মাধ্যমে সেই স্থিতিশীল পরিবেশকে ধ্বংস করেছে। গোটা দেশ এখন দাঙ্গা উন্মুখ বারুদের উপর দণ্ডায়মান। অথচ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ক্রোশ যোজন পিছনে অবস্থান করছে। দেশের বাস্তবতার সমস্ত সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিজেপি প্রধানমন্ত্রী ব্যর্থতার দশ বছর পরেও প্রধানমন্ত্রী নিজেই 'মোদির গ্যারান্টি' বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। দেশের জনগণের সামনে মোদির মিথ্যা ফানুস, যে চুপসে গেছে সেটা লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেকটাই স্পষ্ট। এই অবস্থা এখন আরএসএস ও বিজেপির কপালে ভাঁজ পড়ার কারণ।

উত্তরপ্রদেশে ২০২২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের মার্জিনে বিরোধীরা বিজেপির থেকে অনেকটা এগিয়েছিল। এবং সেই গতি এখনও ক্রমবর্ধমান। এমনকী যে শহরকে ঘিরে বিজেপি নির্বাচনী তাস খেলছে, সেই অযোধ্যাতেও ২০২২-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বেহাল অবস্থাও বিজেপির জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। ২০২২-এ বিধানসভা নির্বাচনে অযোধ্যাতে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি বিজেপিকে পিছনে ফেলে প্রমাণ করেছে, বিজেপি থেকে মানুষ মুখ ফেরাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনে যে আসনগুলো বিজেপি হারাতে পারে, তার সম্ভাব্য তালিকা নিয়ে একটু আলোকপাত করলে বোঝা যাবে বিজেপির অবস্থা। বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও স্বঘোষিত বিশ্বগুরু প্রধানমন্ত্রীর কোন বিষয়গুলো বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে? সেটাও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। ২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে বিজেপির ঝুলিতে এসেছিল ৮০টির মধ্যে ৭৩টি আসন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই আসন কমে গিয়ে বিজেপি পেয়েছিল ৮০টির মধ্যে ৬৪টি। ২০২৪-এ সে অবস্থা অনেকখানি বদলেছে,-আরো করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে বিজেপি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে বিজেপি যে ঘোর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে, এটা নির্বাচন পর্বের পর একদম পরিষ্কার বোঝা যাবে। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে ৪০৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ২৫৫ টি আসন। যেটা ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা ছিল ৩১২টি। অর্থাৎ ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের থেকে ৫৭টি আসন কম। আর অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস জোট মিলে ২০১৭ সালে আসন পেয়েছিল মাত্র ৪৭টি। ভোট শতাংশের হিসেবে সেটা ছিল, ২১.৮২ শতাংশ। ২০২২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সেই চিত্র বদলে যায়। ২০২২ সালে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি বেড়ে দাঁড়ায় ১১১ টি। এতে বোঝা যায়, বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের সরকারের সময় যত লম্বা হচ্ছে, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছেও দ্রুত।

এখন বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তি প্রায় এক ছাদের তলায়, একই মঞ্চে। আর সেটা দেশের সর্বত্র মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, বিহার,পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই। বিজেপি বিরোধী সমস্ত দল এখন ইন্ডিয়া জোটের ছাতার তলায় আসতে চাচ্ছে। কারণ ইন্ডিয়া জোট হচ্ছে এই মুহূর্তে বিজেপির সব থেকে বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলায় বাম-কংগ্রেস জোট ও বিজেপি বিরোধী একটা মঞ্চ। তৃণমূল একলা চলার নীতি গ্রহণ করে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার সারিতে সামিল হলেও বাংলায় বিজেপি প্রথম স্থানে উঠে আসতে পারবে না বলে, অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন। ভোট কুশলী নামে খ্যাত প্রশান্ত কিশোর যতই বিজেপিকে প্রথম স্থানে রাখার ইঙ্গিত দিক না কেন সেটা অসম্ভব ব্যাপার। উনি তো আর পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা নয়। প্রশান্ত কিশোরের কথা উড়িয়ে ভোট দেবে বাংলার জনগণ। অবশ্য শেষ কথাটা বলবে বাংলার সচেতন মানুষ।

আবার আলোচনায় ফিরে আসি উত্তরপ্রদেশ নিয়ে। কারণ, উত্তর প্রদেশ যখনই যার দখলে গেছে তখনই সেই দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। তাই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি কেন ভোটযুদ্ধে পিছিয়ে পড়বে, সে বিষয়টাও খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথম কথা যে সমস্ত দল বিজেপি বিরোধী তারা সবাই বিজেপির বিপক্ষে জোটবদ্ধ। ২০২২ এ সমাজবাদী পার্টির একার ভোট ছিল ৩২ শতাংশ। যেটা ২০১৭-তে ছিল মাত্র বাইশ শতাংশের মতো। ২০১৭ সালের নিরিখে 'বহুজন' সমাজ পার্টির ২০২২ সাল পর্যন্ত ভোট কমেছে ১২ শতাংশ। আর এমনিতেই উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম থেকেই ভোট ফলাফল ছিল খারাপ অবস্থায়। বিগত নির্বাচন গুলিতে বিজেপি যে ভালো ফল করেছিল,-তার পিছনে ছিল দলিত, আদিবাসী, এসটি, ইত্যাদির ভোট বিভাজনের ফলে। এবারে সেই অবস্থা আর নেই। এই ভোট বিভাজন রুখতে সবাই এখন একতাবদ্ধ।

একতাবদ্ধ হয়ে ভোট লড়ার কারণগুলোর মধ্যে বড়ো ফ্যাক্টর হচ্ছে দলিত আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সিএএ আন্দোলন প্রভৃতি। ভোট বিভাজনের কৌশল অবলম্বন করেও বিজেপি বিরোধী জোটকে ভাঙতে পারেনি। সিটিজেনসিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ক্ষেত্রেও বিজেপি বিফল। জনগণ ভারতীয় সংবিধানের উপর আস্থা রেখে সংযত থাকার নীতি অবলম্বন করেছে। এখানে বিজেপির তুরুপের তাস মাঠেই মার খেয়েছে। তাছাড়া আপামর জনসাধারণ ও বিশেষ সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার ফলে দেশের সংবিধানের ভিত্তিতে মানুষ অনেকটাই একতাবদ্ধ। যেটা খুবই প্রশংসা দাবি রাখে।

ইন্ডিয়া জোটকে ভাঙার চেষ্টা বিজেপি কম করেনি। কিন্তু শেষ অবধি, ইন্ডিয়া জোট সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে সফল পর্যায়ে। যদি এই জোট বিজেপিকে পরাস্ত করতে না পারে, তাহলে বলা যেতে পারে, আর কখনও বিজেপিকে হারানোর সম্ভব হবে না। বিজেপি বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ কার্যকরী হওয়ার পেছনে যে কারণটা বড়ো ফ্যাক্টর তা হচ্ছে, বিজেপির ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের মুখ থেকে যে কথা ভেসে আসছে সেটা সংবিধান পরিবর্তনের কথা। যেটা ভারতীয় জনগণ কখনো মেনে নেবে না। যে সংবিধানের উপর আস্থা রেখে, মানুষ ভোট দিচ্ছে তার পরিবর্তনের কথার প্রতিক্রিয়া, প্রভাব, জন-মানসে কীভাবে পড়বে তা একবার ভেবে দেখুন। এখন রাজনৈতিকভাবে যেটা স্পষ্ট ভারতের সর্বত্র ভোটের লড়াই হচ্ছে একের বিরুদ্ধে একের। প্রতিদ্বন্দিতা কেবল এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া জোট। এটাই বিজেপির পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠবে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেটাই মনে করছেন।

বিজেপি হারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটির পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে একটি এক্সামের উপর দৃষ্টি রাখলে। উত্তরপ্রদেশে একটি কনস্টেবল পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। বুঝতে পারা যাচ্ছে কি ভয়ংকর অবস্থা। আর যে বিষয়টি শিক্ষিত বেকারদের বিজেপি বিরোধী করে তুলেছে, তা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বহু শূন্য পদ খালি থাকলেও তাতে সঠিকভাবে নিয়োগ হচ্ছে না। সিবিটি এক্সাম ঠিকমতো ও হয়নি। বরং রাজনৈতিক স্বার্থকে সামনে রেখে বিজেপি সরকার এই পরীক্ষার অপব্যবহার করেছে। ফলে রাজ্যজুড়ে শিক্ষিত বেকাররা বিজেপির উপর ক্ষুব্ধ।

সম্ভাব্য যে আসনগুলি বিজেপি হারাতে পারে, তার একটি তালিকা— এক নম্বর সাহারানপুর, ২) মোজাফফর নগর, ৩) বিজনৌর, ৪) নাগিনা, ৫) মুরাদাবাদ, ৬) রামপুর, ৭) সম্বল, ৮) আমরোহা, ৯) ম্যারঠ, ১০) রাজপট, ১১) ফিরোজাবাদ, ১২) মঈনপুরী, ১৩) ইটাওয়া, ১৪) কানোজ, ১৫) বান্দা, ১৬) আমেথি, ১৭) বাদায়ুন, ১৮) মোহনলালগঞ্জ, ১৯) সুলতানপুর, ২০) কুশনবি, ২১) ফৈজাবাদ, ২২) আম্বেদকরনগর, ২৩) শারা বস্তি, ২৪) কবীরনগর, ২৫) লালগনি, ২৬) আজমগড়, ২৭) ঘোষি, ২৮) বালিয়া, ২৯) জৌনপুরী, ৩০) মাছলিশহর, ৩১) গাজিপুর, ৩২) ভাদুহি, ৩৩) রবাটসগঞ্জ। এছাড়া আরও আটটি আসন ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে রয়েছে। যদি এই কয়েকটি আসন বিজেপির হাতছাড়া হয়ে যায়, মোদির তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে

আমার মাকেও বলিদান দিতে হয়েছিল মঙ্গলসূত্রের: প্রিয়াঙ্কা

মোদীকে স্মরণ করালেন ইন্দিরা-সোনিয়ার ত্যাগের কথা

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মঙ্গলসূত্র’ মন্তব্য নিয়ে এবার আসরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সোনাদানা, মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নিয়ে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। এমনই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। জবাবে প্রিয়াঙ্কা বলেন, লজ্জা হওয়া উচিত ওঁর। এমন মন্তব্য করে ভোটারদের ভয় দেখাতে চাইছেন উনি।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, গত দু’দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাগাড়ে বলে চলেছেন, কংগ্রেস পার্টি আপনাদের মঙ্গলসূত্র, সোনাদানা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। ৭০ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে, দেশ আজ স্বাধীন। কংগ্রেস ৫৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। কখনও আপনাদের ঘরের সোনা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে? আপনার মঙ্গলসূত্র? আমাদের দেশ যখন যুদ্ধ করেছিল, ইন্দিরা গান্ধী নিজের গয়না দেশের জন্য দান করে দিয়েছিলেন। আমার মায়ের মঙ্গলসূত্র এই দেশের জন্য বলিদান হয়েছিল। এগুলো বিজেপির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

বেঙ্গালুরুতে একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে বলতে শোনা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা নারীদের বলিদানের কথা বুঝতে পারবেন না। দেশের জন্য বলিদান দেওয়া আমাদের মহিলাদের রক্তে রয়েছে। এটাই দেশের সংস্কৃতি। এখানে মা-বোনেরা দেশের জন্য প্রাণপাত করেছেন। যতক্ষণ না ঘরের প্রতিটি সদস্য বাড়ি ফেরে, ততক্ষণ জেগে বসে থাকেন মহিলারা। পরিবারে কোনও আর্থিক সংকট এলে নিজের গলার গয়না খুলে বন্ধক রাখতেই পিছপা হন না মহিলারা। নিজে না খেয়ে শুয়ে পড়বে কিন্তু, পরিবারের কোনও সদস্যকে খালি পেটে রাখেন না আমাদের মা-বোনেরা।

নোটবন্দি, করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন এবং কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে মহিলাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন, মোদীজি যদি মঙ্গলসূত্রের মাহাত্ম বুঝতেন, তাহলে এমন অনৈতিক কথা বলতে পারতেন না। যখন নোটবন্দি হয়েছিল, দেশে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, কত মহিলার মঙ্গলসূত্র কেড়ে তাঁদের বিধবা করা হয়েছিল, মনে আছে? মণিপুরে যখন একজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হল, তখন কেন চুপ ছিলেন মোদীজি? ভোটের জন্য আজ এত বড় বড় কথা বলছেন।

কেবলমাত্র মঙ্গলসূত্র নিয়ে করা মন্তব্যই নয়, মুসলিম ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য নিয়েও সমালোচনার ঝড় বিরোধী শিবিরে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে।

হাওয়ার ধাক্কায় ভেঙে পড়ল আস্ত সেতু

হায়দরাবাদ: হাওয়ার ধাক্কায় ভেঙে পড়ল আস্ত সেতু। কংক্রিটের নির্ণীয়মান সেতু যেভাবে খেলনার মতো ভেঙে পড়েছে, তা দেখে অবাক সাধারণ মানুষ। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তেলেঙ্গনার পেদাপল্লি জেলার ঘটনা। সোমবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রবল বেগে হাওয়া বইছিল রাতে, বৃষ্টিও পড়ছিল। সেই সময়েই ব্রিজটি ভেঙে যায়। প্রশ্ন উঠেছে, নির্মাণ কীভাবে হচ্ছিল! কী ধরনের পণ্য ব্যবহার করা হয়েছিল?

পেদাপল্লি ও ভুপালপল্লি দুটি এলাকাকে যুক্ত করার জন্যই ওই সেতু তৈরি করা হচ্ছিল। ২০১৬ সালে এই সেতুর শিলান্যাস হয়। এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেই সেতুর জন্য ৪৯ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়। দুই জেলার মধ্যে যাতায়াত সহজ হবে বলেই এই সেতু তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে সেই সেতুর যে এমন পরিণতি হবে, তা আঁচ করা যায়নি।

আট বছর পর আজও সেই সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তার মধ্যেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, প্রজেক্টের কাজ থমকে গিয়েছিল পেমেন্ট না হওয়ায়। সেই কারণেই সেতু তৈরিতে এত দেরী হয়। সরকার ঠিক মতো টাকা না দেওয়ায়, এক বছরের মধ্যেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন কনট্রাক্টর। ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে ঘটনার কয়েক মিনিট আগেই ৬৫ জন যাত্রীকে নিয়ে একটি বাস ওই সেতুর তলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মুসলিমদের উড়ো চুমু থেকে ‘আই লাভ ইউ’! মোদীর উলটো পথে হিমন্ত

গুয়াহাটি: অসমের নগাঁও জেলার রুপাহি গ্রাম। এখানকার ৯৫ শতাংশ বাসিন্দাই মুসলিম। লোকসভা ভোট নিয়ে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে তাঁদের। হিমন্ত বিশ্বশর্মার একটি নির্বাচনী র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে এই গ্রামের কিশোর থেকে প্রবীণ, মহিলা থেকে পুরুষ, সকলকেই। মুখ্যমন্ত্রী চপার নামতেই শুরু হল হইচই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুসলিম ইস্যুতে করা মন্তব্য নিয়ে যেখানে গোটা দেশ তোলপাড়, সেখানে মুসলিম ভোটারদের মধ্যে একজন অসম সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এতটা উচ্ছ্বাস যেন কিছুটা চোখে লাগার মতোই।

নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একটি পুরনো বার্তা তুলে ধরে বলেছেন, কংগ্রেস দেশের সম্পদে মুসলিমদের প্রথম অধিকার রয়েছে বলে মনে করে।

ওরা দেশের সম্পদ, আপনার কষ্ট করে অর্জিত আয় বহিরাগতদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। যাদের অনেক বাচ্চা, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে দেখতে আসা মুসলিম জনতা এসব মন্তব্যের ধার ধারেনি। নগাঁওয়ের সুরেশ বোরার সমর্থনে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে উপচে পড়ে মুসলিমদের ভিড়। হাতের কাছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পেয়ে কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরছেন, কেউ পায়ে হাত দিচ্ছেন আবার কেউ দু’হাত ভরে আশীর্বাদ। বাংলাভাষী মুসলিম ভোটারদের ভরসা জিততে এক্সপার্ট হিমন্ত। নিজস্ব ঢঙে জয় শ্রীরামের বদলে নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ বলে শুরু করেন তাঁর বক্তৃতা। মুসলিম ভোটারদের উদ্দেশে ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আই লাভ ইউ’।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, অসমের এই মুসলিম ভোটারদের কাছে জাত-ধর্মের বিভাজন কিংবা উস্কানিমূলক মন্তব্যের তেমন কোনও প্রভাব পড়ে না। গত তিন বছরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্ত বিশ্বশর্মার পারফরম্যান্সই এখানে ভোটারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাপদণ্ড। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক দলীয় নেতা বলেন, গত তিন বছরে এই গরিব মুসলিম পরিবারগুলি সরকারা নানা উন্নয়মূলক প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। গত সরকারের আমলে তারা এসব পেতেন না।একটা সময় এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেই বলতে শোনা গিয়েছিল, অসমে মিঁঞাদের কোনও প্রয়োজন নেই। এখন তাঁর মুখেই মুসলিমদের জন্য ভালোবাসার বার্তা। ফলে গোটা দেশ যখন নরেন্দ্র মোদীর মুসলিমদের নিয়ে করা মন্তব্য নিয়ে কাটাছেঁড়া করছে তখন অসমের এই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। ভোটবাক্সে তা কী ভাবে প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

অসমের মরিগাঁওয়ে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় পোলিং আধিকারিকরা তাঁদের নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছেন।

চিনা আগ্রাসন নিয়ে সরব

লাদাখের সাংসদকে টিকিটই দিল না বিজেপি

নয়াদিল্লি: সংসদে প্রথম ভাষণে কংগ্রেস সরকারকে তুলোধোনা করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সেই ভাষণের ভিডিও ভাইরাল হয়। রাতারাতি বিজেপির স্টার হয়ে যান লাদাখের সাংসদ জেমিয়াং শেরিং নামগিয়াল । কিন্তু এবার তাঁকে টিকিটই দিল না দল। গেরুয়া শিবির লাদাখে প্রার্থী করেছে তাশি গয়ালসনকে।

আসলে নামগিয়াল সংসদে যেমন কংগ্রেসকে তোপ দেগেছেন, তেমন অস্বস্তিতে ফেলেছেন নিজের দল বিজেপিকেও। লোকসভার অধিবেশনের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের দেওয়া ‘তথ্য’ নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, লাদাখের ভারতীয় ভূখণ্ডে এখনও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চিনা ফৌজ। ভারতীয় কৃষকরা নিজেদের রুজিরুটির জন্য সীমান্তে গেলে তাঁদের বাধা দিচ্ছে তারা। তার পরই টিকিট কাটা হল নামগিয়ালের।

যদিও বিজেপি সূত্রের খবর, নামগিয়ালের থেকে প্রার্থী হিসাবে তাশি গয়ালসনের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। সেকারণেই নামগিয়ালকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। গয়ালসন তিনি বিজেপি নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত লাদাখ পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান তথা সিইও। তাছাড়া নামগিয়ালের উপর বৌদ্ধরা ক্ষুব্ধ। কার্গিলের মুসলিম সমাজও সন্তুষ্ট নয়।

সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে দেশের উত্তরতম লোকসভা কেন্দ্রে যথেষ্ট চাপে বিজেপি। সাংসদ জাময়াং শেরিং নামগিয়াল, লাদাখের বিজেপি সভাপতি ফুনচক স্টানজিন প্রত্যেকের গলাতেই একই ধরনের সুর,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কারা জিতবে, বলা মুশকিল। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী বদলে বাধ্য হলে বিজেপি।

ধর্মীয় বিভাজনমূলক মন্তব্য! মোদীর বিরুদ্ধে ১৭,৪০০ চিঠি

নয়াদিল্লি: রাজস্থানের বাঁশওয়ারায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যকে এক বাক্যে ঘৃণাভাষণ আখ্যা দিয়ে তার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিরোধী সব নেতা। রবিবার রাজস্থানের একটি সভায় গিয়ে তিনি বলেন, সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের উপর মুসলিমদের অধিকার সকলের আগে। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বন্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেশের সম্পদ। কংগ্রেসের ইস্তেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দা শুরু করেছে কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধী বলেন, প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই হতাশ হয়ে পড়েছেন মোদী। সেই জন্যই মিথ্যা কথা বলে আমজনতার নজর ঘোরাতে চাইছেন। কিন্তু দেশের মানুষ সমস্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই ভোট দেবেন।

গরমে ত্রাহি ত্রাহি করছেন রোগীরা খড় বিছিয়ে জল হাসপাতালের ছাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোগ যন্ত্রণা তো আছেই, তার উপর প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল পরিস্থিতি কালনা মহকুমা হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন বিভাগের রোগীদের। একাধিক স্ট্যান্ড ফ্যান বসিয়েও মেলেনি নিস্তার। নির্বাচন চলায় এই মুহূর্তে কোনও কাজের টেন্ডার করাও সম্ভব নয়। তাই চটজলদি এই অসহ্য গরমের হাত থেকে কীভাবে চিকিৎসাধীন রোগীদের একটু স্বস্তি দেওয়া যায় সেই উপায় খুঁজছিলেন কালনা মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সমাধানের একটি রাস্তা মিলেও যায়।

পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় তিনি ওয়ার্ডের ছাদে খড় বিছিয়ে জল দেওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতো সোমবার ওই ওয়ার্ডের ছাদে বিছানো হয়েছে খড়। শুধু তাই নয়, দিনে দু’বার করে ওই খড়ের উপরে জল দেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হাসপাতালের তরফে। কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি বিল্ডিংয়ের সমস্ত ওয়ার্ডেই এসি-র ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এইচডিইউ এবং এসএনসিইউ-তেও রয়েছে এসি। কিন্তু পুরোনো বিল্ডিংয়ের মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ড ও শিশু বিভাগে এসি-র ব্যবস্থা নেই। মেল মেডিসিন ও ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডেই ভর্তি থাকেন সিংহভাগ রোগী। মেল মেডিসিন ওয়ার্ডের উপরে ঘর থাকায় সেখানে ততটা গরমের সমস্যা নেই।

কিন্তু নতুন ভাবে সংস্কার হওয়ার পর মেঝে কিছুটা উঁচু হয়ে যাওয়ায় কমে গিয়েছে ছাদের সঙ্গে দূরত্ব। তার উপর ছাদ পুরো ফাঁকা থাকায় তেতে গিয়ে গরম হাওয়ায় প্রাণান্তকর পরিস্থিতি হচ্ছে রোগীদের। ওয়ার্ডে পেটের যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন সাইনা বিবি, আর এক রোগী কবিতা ভৌমিকের সমস্যা রক্তাল্পতার, বমি, রক্ত আমাশয়ের সমস্যা নিয়ে ভর্তি মাধবী টুডু। একে রোগব্যধি তার উপর প্রচণ্ড গরমে কাহিল সকলেই। মাধবী টুডুর ছেলে বাপি টুডু বলেন, ওয়ার্ডের মধ্যে প্রচণ্ড গরম। কিন্তু চিকিৎসার জন্য তো থাকতেই হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তবু প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে কীভাবে রোগীদের স্বস্তি দেওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন। আজ দেখলাম ওয়ার্ডের ছাদে খড় বিছিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে। এতে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি বলেন, ওই ওয়ার্ডের ছাদে একটা শেডের প্রপোজল পাঠানো রয়েছে। এসি-র প্রপোজলও পাঠানো হবে। কিন্তু আমরা চাইছিলাম যে ভাবে গরম পড়েছে তার হাত থেকে আপাতত নিষ্কৃতির একটি ব্যবস্থা করার। পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা বলল, এভাবে খড় বিছিয়ে জল দিলে কিছুটা গরম কমবে।

সোমবার পরীক্ষামূলক ভাবে সেই ব্যবস্থাই শুরু হয়েছে। হাসপাতালের ক্যাজুয়াল কর্মীরা দু’বার করে খড়ে জল দেবেন। কালনার পূর্ত দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল দত্ত বলেন, নির্বাচনের সময়ে কোনও কাজের টেন্ডার করা যায় না। হাসপাতাল নিজের খরচেই করছে। চটজলদি একটা সমাধানের পরামর্শ চেয়েছিল। ওরা বলেছিল ম্যাট পাতা যায় কিনা। কিন্তু সেগুলি খড়খড়ে হয়ে যায়। তাই খড় বিছিয়ে জল দেওয়ার কথা আলোচনায় আসে। খড়ের ছাদের ঘর গরমে ঠান্ডা থাকে।

নিয়োগ বাতিলে চিন্তা ভোটের ডিউটি নিয়ে

বিপাকে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে দুর্নীতির অভিযোগে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ চিন্তা বাড়াল নির্বাচন কমিশনের। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের চিন্তা, পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকর্মী মেলা নিয়ে। যদিও এই বিষয়ে রাজ্যের অতিরিক্ত সিইও অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, ভোটকর্মী নিয়োগের সময় প্রতিবারই প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর্মীকে নিয়োগ করে ‘রিজার্ভ’ হিসাবে রাখা হয়। কেউ অনুপস্থিত থাকলে বা অন্য জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁদের বুথে পাঠানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে সেই রিজার্ভে থাকা কর্মীদের দিয়েই সমস্যার সমাধান করা হবে।

রাজ্য শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, এদিন যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষক প্রায় ১৯ হাজারের কাছাকাছি। গ্রুপ সি ও ডি পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন সাড়ে ছ’হাজারের কাছাকাছি। এদের মধ্যে কতজনের ভোটের ডিউটি পড়েছিল, সেই পরিসংখ্যান এখনও কমিশনের হাতে নেই। এঁদের অনেকেরই এবারের নির্বাচনে ভোটকর্মী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কমিশন সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশে এই ব্যক্তিরা সরকারি কর্মীর মর্যাদা হারানোয় ভোটের ডিউটি করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা নিয়েই প্রকৃত পরিস্থিতি কী জানাতে জেলায় জেলায় নির্দেশ গিয়েছে কমিশনের।

‘ওদের টার্গেট আমরা’ ভোট-প্রচারে ফের বিস্ফোরক মমতা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘ওদের টার্গেট আমরা’। ভোটের প্রচারে ফের বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ‘ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমরা লড়ে যাচ্ছি, লড়ব’। শুরু হয়ে দিয়েছে লোকসভা নির্বাচন। চতুর্থ দফায় ভোট হবে বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে। সঙ্গে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, আসানসোল ও বহরমপুরে। কবে? ১৩ মে। এদিন বর্ধমানে প্রচার সারলেন মমতা। প্রথমে আউশগ্রাম, তারপর সভা করলেন গলসিতে।

গলসির সভায় মমতা বলেন, ‘ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমরা লড়ে যাচ্ছি, লড়ব। ওদের টার্গেট আমরা। হয় জেলে ভরো, নয় প্রাণে মারো। আমি বলি লড়তে হলে, লড়ব। সারা জীবন লড়েছি, অনেক মার খেয়েছি। করতে হলে করব, গড়তে হলে গড়ব। কিন্তু বিজেপিকে বিদায় দেব’।

রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের পাল্টা কটাক্ষ, ‘সারাদেশের লোক শুনছে সবাই বিজেপিকে হারাবে। বিজেপি তো কবে থেকে হারতে শুরু করেছে। নরেন্দ্র মোদী বিরুদ্ধে যত আক্রমণ করছেন, যত কদর্য কথাবার্তা বলছেন, কুৎসা করছেন, মিথ্যাচার করছেন, জবাব প্রত্যেক ভোটেই মানুষ দিচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর গ্রাফ বাড়ছে ওপরের দিকে। বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ বেড়ে চলেছে।এগুলি তো চলবেই’।

শমীক বলেন, ‘আসলে কোনও রাজনৈতিক দলের যখন পতন হয়, তখন অনেক গুপ্তঘাতককে দেখা যায়। পরিবারের মধ্যেই তখন শত্রু তৈরি হয়। পরিবারের মধ্যেই বিভিন্ন গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার প্রবণতা থাকে। একে অন্যকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত এখন একটা রাজতন্ত্র চলছে। রাজতন্ত্র পতনের মুখে। দিনে দিনে রাজতন্ত্র যত পতনের দিকে যায়, এ ঘটনা ঘটে। এখানে সে ঘটনা ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রীর অবচেতন মনে, রাতে শয়নে-স্বপনে এগুলি থাকে। পরবর্তীতে প্রচন্ড হতাশা, আতঙ্ক, ক্ষোভের মধ্য দিয়ে যখন বক্তৃতা করেন, এগুলিই বেরিয়ে আসে। এই নিয়ে বাংলার মানুষের খুব একটা মাথা ব্যাথা নেই’।

তৃণমূল বিধায়ককে শোকজ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্বাচনের পূর্বে হুমকি দিয়ে বিপাকে তৃণমূল বিধায়ক। হামিদুল রহমানকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিরোধী ভোটারদের উদ্দেশ্যে একথা বলার অভিযোগ উঠেছিল চোপড়ার তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। এরপরই তাঁকে শোকজ করে কমিশন। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে জবাব তলব কমিশনের। আগামী শুক্রবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। তার আগে নির্বাচনী দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গোপাল লামার প্রচারে গিয়েছিলেন চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। মঞ্চ থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শুধু লিড দিলে হবে না। এই কেন্দ্রে একটাও বিরোধী নেই। ৯০ শতাংশ করে ভোট বুথে লাগবে। নইলে সেই মেম্বার, সেই প্রধান, সেই লিডারের সঙ্গে আমরা হিসাব করব।

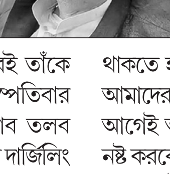

এরপর ভোটার উদ্দেশ্য বলেন, আপনার মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। বাঁদরামি করবেন না। ২৬ তারিখ কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবে। তারপর থেকে আমাদের ফোর্সের সঙ্গে আপনাদের থাকতে হবে। তখন কিন্তু বলবেন না আমাদের কী হল, আমার কী হল। তাই আগেই অনুরোধ করে বললাম ভোট নষ্ট করবেন না। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই বক্তব্যের ভিডিয়ো তাঁরা পেয়েছেন। তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই বক্তব্য নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। সেই কারণেই জবাব তলব বলে জানিয়েছে কমিশন।

‘বাতিল’ ২৫ জলযান সারিয়ে ফের গঙ্গাবক্ষে, উদ্যোগী পরিবহণ দফতর

বৈদ্যুতিক ভেসেল নামাচ্ছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ভুটভুটি নৌকা বন্ধে উদ্যোগী হয়েছিল রাজ্য সরকার। চালু হয়েছিল জলধারা প্রকল্প। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কেনা হয়েছিল পঞ্চাশটির বেশি অত্যাধুনিক জলযান। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি নদীবক্ষে নামানো হলেও ২৫টি মতো বোট পরিত্যক্ত অবস্থায় আজও পড়ে রয়েছে। স্থানভেদে গঙ্গার জলের গভীরতার তারতম্য এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেগুলোকে নামানো যাচ্ছিল না। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকার কারণে বোটগুলো একেবারে চলার অযোগ্য হয়ে উঠছিল। এবার এই সমস্ত জলযানগুলোকে মেরামত করে গঙ্গাবক্ষে নামাতে উদ্যোগী হচ্ছে পরিবহণ দফতর। এর পাশাপাশি আরও ১৩টি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক জলযান নামানো হবে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার ময়দান টেন্টে এ বিষয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে পরিবহণ দফতরের আধিকারিকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পর্যটন, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, পোর্ট ট্রাস্ট এবং শিপিং কর্পোরেশনের আধিকারিকরা। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে পড়ে থাকা জলযানগুলোর প্রসঙ্গ ওঠে। জানা যায়, ২৫টি মতো আধুনিক জলযান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে টিটাগড়ে পড়ে রয়েছে। আর তার পরই সেগুলোকে মেরামত করে ফের গঙ্গাবক্ষে নামানোর পরিকল্পনা নেন আধিকারিকরা। জলযানগুলো আধুনিকভাবে তৈরি হলেও সেগুলো নদীতে চলাচলের উপযোগী ছিল না বলে অভিযোগ। এমনকী, উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।

এবিষয়ে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, প্রথমে দুটো ভেসেলকে রেট্রোফিটিং করে দেখা হবে। যদি সেগুলো চলার উপযোগী করা যায়, তাহলে বাকিগুলোকেও মেরামত করা হবে। তাছাড়া আমরা বৈদ্যুতিক ভেসেল নামাচ্ছি। ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এর পাশাপাশি রো রো পরিষেবা শুরুর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক জলযানগুলোর মধ্যে কয়েকটি পরিবহণ দফতর চালালেও পর্যটন দফতরকেও কয়েকটি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

আল কোরানে আবাবিল পাখিদের কথা

ধৈর্যশীল আল্লাহ তাঁর ধৈর্যকে আর প্রলম্বিত করলেন না। তাঁরই সৃষ্ট সর্ববৃহৎ স্থলপ্রাণী হাতির সমন্বয়ে গঠিত ও বিবিধ সমরাস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন তাঁর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী 'আবাবিল' পাখিকে। অস্ত্র হিসেবে প্রতিটি পাখির হাতে-পায়ে দিলেন বহনযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির তৈরি শক্ত ঢিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা উড়ে এলো বৃহদাকার হাতি এবং সুসজ্জিত সেই বাহিনীর হামলা প্রতিরোধে, দু'পায়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দু'টি ঢিল নিয়ে।

রিজভী আহমেদ

সময়টা ৫৭০ খ্রিস্টাধ। মক্কার পার্শ্ববর্তী ইয়েমেনের শাসক আবরাহা। আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতা ও শক্তি। ক্ষমতার দাপটে আবরাহার ইচ্ছা হল ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে কাবার অনুরূপ কিছু একটা তৈরি করবে। অতঃপর সারা পৃথিবী থেকে মানুষ হজ পালন করতে মক্কার পরিবর্তে সানায় যাবে। নাগরিকদের জুলুমের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল অর্থ এবং উন্নয়নকর্মীর কোনও অভাব না থাকায় তা যথাসময়ে তৈরিও হয়ে গেল। কিন্তু বাধ সাধল সারা পৃথিবীর মানুষ। হজ পালনের জন্য মানুষ তাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহিম আ.-এর তৈরি ঘর কাবা থেকে কোনওক্রমেই সানায় যাচ্ছিল না। এতেই একসময় ক্ষেপে যায় দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী আবরাহা। সে সিদ্ধান্ত নেয় ইব্রাহিম আ.-এর কাবা ভেঙে ফেলতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হয় সে। সাথে ৯-১৩টি শক্তিশালী হাতি। পথিমধ্যে প্রভাবশালী কুরাইশ বংশের নেতা আবদুল মোত্তালিব (রাসূল সা.-এর পিতামহ) আবরাহার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। সতর্ক করলেন আবরাহাকে। তাকে বললেন, এমন বিপজ্জনক কাজ থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু ক্ষমতার দাপটে উন্মত্ত আবরাহাকে থামানো গেল না। তবে যাত্রাপথে কিছুটা বিঘ্ন ঘটাল হাতিগুলো। হাতিগুলোর দৃষ্টিসীমানার মধ্যে পবিত্র কাবা শরিফ আসার পর তারা আর অগ্রসর হতে চাইছিল না। তাই তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চতুর আবরাহা হাতিগুলোর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ওগুলোর মুখ ঘুরিয়ে অন্যমুখী করল। তারপর তাদের খাওয়াল ভালো ভালো খাবার। উপরন্তু কিছু খাবার কাবামুখী পথে ও কাবা প্রাঙ্গণেও জমা করে রাখল।

আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু একটা দেখানোর জন্যই বোধকরি হাতিগুলোকে সেই রক্ষিত খাবারগুলোর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পথে আর বাদ সাধলেন না। তাই খাদ্যলোভী হাতিগুলো এবার জোর কদমেই এগোতে থাকল কাবার দিকে। মক্কার বিশ্বাসী কিন্তু দুর্বল মানুষগুলো দু-হাত তুলে ফরিয়াদ জানালেন আসমান ও জমিনের মালিক আল্লাহর কাছে। বললেন, ইয়া রাব্বুল আলামিন, একমাত্র তুমিই পারো এই দানবের হাত থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় কাবা ঘরটিকে রক্ষা করতে।

ধৈর্যশীল আল্লাহ তাঁর ধৈর্যকে আর প্রলম্বিত করলেন না। তাঁরই সৃষ্ট সর্ববৃহৎ স্থলপ্রাণী হাতির সমন্বয়ে গঠিত ও বিবিধ সমরাস্ত্র সজ্জিত

বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন তাঁর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী 'আবাবিল' পাখিকে। অস্ত্র হিসেবে প্রতিটি পাখির হাতে-পায়ে দিলেন বহনযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির তৈরি শক্ত ঢিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা উড়ে এলো বৃহদাকার হাতি এবং সুসজ্জিত সেই বাহিনীর হামলা প্রতিরোধে, দু'পায়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দু'টি ঢিল নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গবাদি পশুর খাদ্য, গমের ভুসিতুল্য বস্তুতে পরিণত হল শক্তিশালী সেই বাহিনী ও হাতিগুলো। অতঃপর বাতাসে উড়তে লাগল সেই ভুসি। রক্ষা পেল পবিত্র কাবা ঘর। আর তার কিছুদিন পরই এই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তির প্রতীক হিসেবে আগমন ঘটল আমাদের প্রিয় নবি হজরত মহম্মদ সা.-এর, পৃথিবীর মানুষগুলোর জন্য শেষ নবি হিসেবে। এটি কোনও মানুষ্য রচিত গল্প-কাহিনি নয়। নয় কোনও মতলববাজ ঐতিহাসিকের বর্ণনা। এই বর্ণনা স্বয়ং আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর। যিনি তা করেছেন পবিত্র সূরা-১০৫, আল-ফিলের মাধ্যমে। যেখানে কোনও এক ইস্যুতে নিরাশ রাসূল-সা.কে তিনি সান্ত্বনা-সাহস দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক কাবাঘর ধ্বংস করতে আসা হাতিওয়ালাদের সাথে কী আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি। যারা সেই হাতিওয়ালাদের ওপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি সেই হাতিওয়ালাদের পরিণত করেছিলেন ভক্ষিত ভুসির ন্যায়।

আচ্ছা আমরা কি আমাদের বর্তমান দুনিয়ার অনেক দেশের অবস্থার সাথে সেই দিনের ঘটনাটা একটু মিলিয়ে বা তুলনা করে দেখ তে পারি? যেমন—

ক) ইয়েমেনের সেদিনের শাসক এবং অনেক দেশের স্বৈরশাসকের সাথে?

খ) সমগ্র মুসলিম জাতির প্রাণপ্রিয় পবিত্র কাবা ঘরের অস্তিত্বের মতো অনেক দেশের প্রাণপ্রিয় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বেব অস্তিত্বের সাথে?

গ) সেদিনের আবদুল মুত্তালিবের সতর্কীকরণের সাথে বর্তমান দুনিয়ার অনেক বোদ্ধাজনের ও মানবাধিকার সংস্থার নিষেধ ও সতর্কীকরণকে?

ঘ) ওই ৯-১৩টি হাতির সাথে স্বৈরশাসকদের অপরিসীম রাষ্ট্রীয় শক্তিতে বলিয়ান হওয়া কুমতলবি শাসক কর্মকর্তার সাথে?

প্রশ্ন হচ্ছে ওইসব দেশের দেশপ্রেমিক তরুণেরা কি হতে পারবেন না সেই আবাবিল পাখি? ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যাঁরা ভক্ষিত ভুসির মতো করে দেবেন কুচক্রী সেই সব চক্রান্তকারীদের? অতঃপর এর মাধ্যমে তাঁদের দেশটিতে আবারও বইয়ে আনতে পারবেন সুখ ও শান্তির সেই সুবাতাস? অবশ্যই পারবেন ইনশাআল্লাহ। সেই প্রত্যাশাতেই স্বৈরশাসিত দেশগুলোর সাধারণ মানুষ অপেক্ষমান। যেমন করে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল সেদিনের সেই মক্কাবাসী। সেই প্রত্যাশা কি আজকের এই দিনে আমরা করতে পারি না?

ইসলাম ও আত্মিক উন্নতি

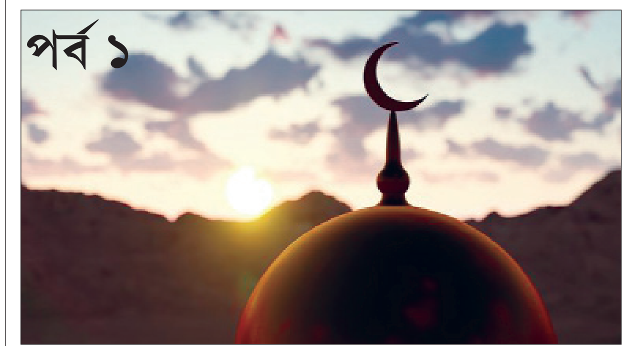

আত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সদ্গুণাবলি অর্জন ও ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ। সদ্গুণাবলিকে পরিভাষায় বলা হয় ফাজায়িল বা অর্জনীয় উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলি। আর ষড়রিপু সহ বর্জনীয় বদগুণাবলিকে বলা হয় রজায়িল বা মন্দস্বভাবসমূহ।

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মানুষ আত্মার নাম। দেহ তার বাহন। ব্যক্তি হল গুণাবলী-সহ সত্তার নাম। তাই আত্মিক উন্নতি ব্যতীত মানুষ অন্য প্রাণীর তুল্য। আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মানে হল আত্মসম্পর্কিত, আত্মার সঙ্গে যোগ আছে যার। উন্নতি তথা ইতিবাচক পরিবর্তন বা মনোজাগতিক ইতিবাচক পরিবর্তন।

আচরণে (কর্মে) অভীষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বা জ্ঞান দান করাকে শিক্ষা বলে। খলিফা হজরত উমর রা.-এর এক প্রশ্নের জবাবে হজরত উবায় ইবনে কা'ব রা. বলেন, ইলম হল তিনটি বিষয়— আয়াতে মুহকামাহ (কোরআন), প্রতিষ্ঠিত সুন্নত (হাদিস) ও ন্যায় বিধান (ফিকহ)। (তিরমিজি)

ন্যায় হল যা ন্যায্য, যার যা পাওনা বা অধিকার, তা প্রতিষ্ঠা করা ও আদায় তথা প্রদান করা। আমরা শিক্ষিত কাকে বলি? হজরত উমর রা.-এর এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত উবায় ইবনে কা'ব রা. বলেন, (শিক্ষিত তিনি) যিনি শিক্ষানুযায়ী কর্ম করেন (অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষাও থাকে)। (সহিহ তিরমিজি ও সুনানে আবু দাউদ)

আত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সদ্গুণাবলি অর্জন ও ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ। সদ্গুণাবলিকে পরিভাষায় বলা হয় ফাজায়িল বা অর্জনীয় উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলি। আর ষড়রিপু সহ বর্জনীয় বদগুণাবলিকে বলা হয় রজায়িল বা মন্দস্বভাবসমূহ। মানুষ দোষে-গুণে সৃষ্টি। সাধারণত মানুষের মধ্যে ১০টি সদ্গুণ ও ১০টি বদগুণ বিদ্যমান থাকে। পরিভাষায় এগুলোকে রজায়িল (কুপ্রবৃত্তি) ও ফাজায়িল (সুকুমারবৃত্তি) বলা হয়। মানুষের উচিত বদগুণ বর্জন ও সদ্গুণ অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা। এছাড়া কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অর্জন করা মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় এবং আত্মিক উন্নতির পথে সহায়ক। আত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা-২ বাকারা, আয়াত— ১২৯)

অতঃপর উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজকে কুয়াশাচ্ছন্ন করবে। (সূরা-৯১ শামস, আয়াত— ৮-১০)

কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করে, তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, তারাই সৃষ্টির অধম। যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (সূরা-৯৮ বাইয়িনা, আয়াত— ৬-৭)

আত্মিক উন্নতি সম্পর্কে হাদিস শরিফে রসুলুল্লাহ সা. বলেন, জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে অঙ্গটি হল কলব। (বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা— ৩৯-৪০, হাদিস— ৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পঞ্চম সংস্করণ)

হারাম ও সন্দেহজনক কার্যাবলী থেকে বাঁচতে চাইলে প্রথম স্বীয় বিবেককে যথার্থরূপে সুষ্ঠু ও সঠিক করতে হবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য চালকযন্ত্র স্বরূপ। মানবের কর্তব্য, তার বিবেক-বুদ্ধিকে সুষ্ঠু করে তারপর সেই সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেক দ্বারা স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা। আলোচ্য হাদিসটিকে হাদিসে এসলাহে কলব বা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের হাদিস বলা হয়। নবি করিম সা.-এর হাদিস সমূহের মধ্যে এই হাদিসটিকে সব শরিয়ত ও তরিকত-তাসাউফের মূল উৎস বলা যেতে পারে। এই হাদিসটির এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের ইঙ্গিতদানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে স্থূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার ও বিবেকের উন্নতির ওপরই মানুষের প্রকৃত ও মূল উন্নতি নির্ভর করে। আত্মা বা বিবেকের উন্নতি সাধিত না হলে মানবজীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

হেরা গুহায় আল্লাহতায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন মহানবি সা.

হেরা পর্বতের গুহাটি আকার-আয়তনে একেবারে ছোটো। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচের দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশে একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

মহানবি হজরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত লাভের আগে থেকেই মক্কার মানুষজনের থেকে আলাদা ছিলেন। সচারাচর চলাফেরায় তৎকালীন মানুষজন যেসব পাপাচার, অনাচারে লিপ্ত হতেন তিনি সবসময় নিজেকে এসব থেকে বিরত রাখতেন। সাধারণ মক্কাবাসীর বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা-ভাবনার মাঝে এক অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি হয়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। লোকালয়, কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে শুরু করলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কানগরী থেকে দু-মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এভাবে ৪০ বছর পার করার পর মক্কার সাধারণ জনগণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝের সেই ব্যবধান ও প্রাচীর উন্মুক্ত হয়ে গেল।

হেরা পর্বতের গুহাটি আকার-আয়তনে একেবারে ছোটো। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচের দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশে একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়। পুরো রমজান রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহতায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। পৃথিবীতে চলমান কোলাহল থেকে বিরত থেকে মহান সত্তা ও মহাশক্তির ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, যে মহাশক্তি প্রতি মুহূর্তে সব কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জুগিয়ে চলেছেন।

স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে দারুণভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোনও পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহতায়ালা ভবিষ্যতের এক মহান কর্মসূচির জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। আল্লাহতায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসমানী নেয়ামত ও নবুওয়তের জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিয়ে ধন্য করবেন। এজন্য তাঁকে যথাযথভাবে তৈরি করতে প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবনযাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত করে নির্জনতা তাঁর কাছে প্রিয় করে দিয়েছিলেন।

নির্জন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন, যাতে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর পার হওয়ার পর নবুওয়তের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল। তিনি যখনই কোনও স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হত সুবহে সাদিকের মতো। এভাবে ছয়মাস অতিবাহিত হয়। তারপর আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাববুল আলামিন জিব্রাঈল আলাইহিস সালামেরর মাধ্যমে তাঁর কোরানুল কারিমের কয়েকটি আয়াতে করিমা নাজিল করে মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়তের মহান মর্যাদা দিয়ে ভূষিত করেন।

(আর-রাহীকুল মাখতূম, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামিন— ১/৪৭, ইবনে হিশাম ১/২৩৫-২৩৬, ফী যিলালিল কোরান, ২৯/১৬৬)

বিশ্ব বই দিবস

বিশ্ব বই দিবস। এটি এমনই একটি দিন, যে দিনটিতে বই পড়ার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার উদযাপন ও প্রচারণা চালানো হয়। দিনটিতে বই পড়ে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভাবেন অনেক পাঠক। এই দিনটি 'বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস' নামেও পরিচিত। প্রতি বছর এই দিবসটি সারা বিশ্বের বইপ্রেমীরা বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে উদযাপন করেন।স

বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের নকপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল ইউনেস্কোর উদ্যোগে এই দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব বই দিবস ২০২৪

ব্রুকলিনে বইয়ের দোকান বার্ন্স অ্যান্ড নোবলস এর একটি শেলফ।

বই দিবস হিসেবে ২৩ এপ্রিলকে বেছে নেওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। সাহিত্য জগতের তিন কিংবদন্তী উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, মিগেল দে থের্ভান্তেস ও ইনকা গার্সিলাসো দে ভেগার প্রয়াণ দিবস এই ২৩ এপ্রিল।

১৯৯৫ সালে প্যারিসে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনে এই দিনটিকে বই দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই তিন প্রয়াত সাহিত্যিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এই দিন বেছে নেওয়ার মূল কারণ। সারা বিশ্বের পাঠকরা প্রতি বছর এই দিন উদযাপনের জন্য নানা উদ্যোগ হাতে নেন। সেইসব উদ্যোগের মধ্যে আছে

দীর্ঘদিন ধরে পড়তে চাচ্ছেন, কিন্তু পড়ার সময় পাননি এমন একটি বই পড়তে শুরু করা

স্থানীয় লাইব্রেরিতে গিয়ে তাদের বইয়ের সংগ্রহ যাচাই-বাছাই করে দেখা।

একটি বুক ক্লাব মিটিংয়ে যোগ দেওয়া অথবা নিজেই

১৯৯৫ সালে প্যারিসে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনে এই দিনটিকে বই দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই তিন প্রয়াত সাহিত্যিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এই দিন বেছে নেওয়ার মূল কারণ।

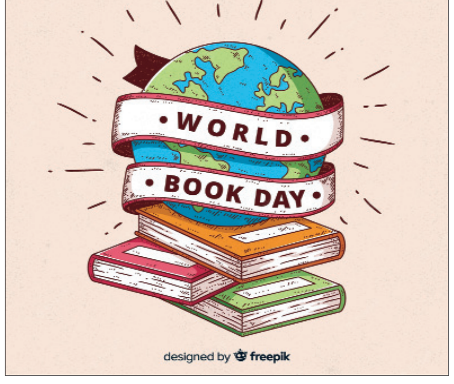

এ ধরনের কার্যক্রম শুরু করা।

স্থানীয় স্কুল বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে নতুন-পুরনো বই দান করা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডবুকডে হ্যাশট্যাগ (ঢিদ্রন্ত্বস্কদ্রদ্রঙ্খ) দিয়ে নিজের প্রিয় বই ও লেখকদের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা।

কবিতা ও ছড়া

সঠিক পথে

আসগার আলি মণ্ডল

সত্যির জয় যদি কখনও আসে
জানবে তুমি সঠিক পথেই ছিলে
ধৈর্যের বাঁধ শক্ত যদি থাকে
করবে সুনাম সুজন-কুজন মিলে।

সৎ-সাহস আর সৎ-চিন্তা নিয়ে
সমাজ গড়ার কাজটি যদি করো
শ্রাবণ ধারা নামবে না দু'চোখে
কাটবে কালো ঘুচবে শত ডরও।

আশার আলোয় ভরবে রিক্ত নয়ন
রাতের শেষে আসবে নতুন ভোর
আবেগ যত যাবে তখন মুছে
খুলে যাবে সত্য-ন্যায়ের দোর।

উঠবে জ্বলে সুখের ধ্রুবতারা
ছড়িয়ে যাবে সমাজ মাঝে আলো
কর্মগুণে তুমিই হবে সেরা
জনে জনে বাসবে তখন ভালো।

মোহময় পৃথিবী

লিমিনা খাতুন

এই পৃথিবী কত মোহময়,
যেখানে চলমান শুধু সময়।
এখানে সবকিছুরই আছে বাহার,
নেই কেবল সাধারণ মানুষের আহার।
এখানে সবকিছুই বতর্মান,
নেই কেবল সু-মনুষ্যত্বের মান।
এখানে সবাই ভাবে নিজের স্বার্থ,
কেবল স্বার্থহীন মানুষেরাই এখানে ব্যর্থ।
এখানে মিথ্যা বলা মানুষের স্বভাব,
কেবল সত্য বলা মানুষেরাই অভাব।

মুখোশের আড়ালে

কাজী আবদুল আলিম খান

প্রচন্ড দিশাহীন রাজনীতির উত্থানে,
দেশের সবুজ বাতায়ন ক্ষত-বিক্ষত।
ঐক্যের ছায়াদার সমাজ, শহরগুলো
অজানা সাইমুমের আশঙ্কায় ভীত-ত্রস্ত।
'মানবতা'-অনিকেত ছায়াহীন প্রান্তরে একা,
সবাই কোন্ মাদকতার টানে উদভ্রান্ত পথযাত্রী?
নিপীড়িত জনতার ক্লান্ত প্রতিবাদ, বড়ো অসহায়
অতুষ্ণ পানির ফোটাও জোটেনা।
কৃষকের কর্ষিত ফসল, লুট হয়েছে দিবালোকে,
বন্দুকের নলে নয়, প্রকাণ্ড নেতার অঙ্গুলিহেলনে।
ভিখারির ঝুলি থেকে, মুঠো মুঠো চাল তাও গেছে,
সিঁদকাটা চোর প্রহরীর কর্মে, পাহারায় নিযুক্ত ডাকু।
বেকারের সর্বস্ব গেছে, অশ্রুর ফোঁটাটুকু ছাড়া,
রাজপথের রুধি-সিক্ত ধূলিকণা সাক্ষী আছে।
ওরা আবার এসেছে, মুখোশটা বদলে,
ওরা দাঁতাল হায়েনা, নখটা লুকানো থাবার আড়ালে।

মঙ্গলে টলটলে জলের হ্রদের সন্ধান পেল নাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলগ্রহে জল ছিল কি না তা নিয়ে জল্পনায় ইতি টানার সময় বোধহয় এসে গেল। এবার মঙ্গলে বিশাল হ্রদের সন্ধান পেল নাসা। কীভাবে সেটা আরও চমকপ্রদ। নাসার যান পারসিভিয়ারেন্স তার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি। এখন বিজ্ঞানীরা অনেকটাই নিশ্চিত যে মঙ্গলে জল ছিল। এক সময় তা উধাও হয়ে যায়।

জল যে ছিল তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা আগেই পেয়েছেন। এবার তো জেজেরো ক্রেটারে গবেষণা চালানোর সময় নাসার রোবট যান পারসিভিয়ারেন্স এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানকার পাথর অনেক কিছু বলে দিল।

সেই পাথরের নমুনাও পারসিভিয়ারেন্স সংগ্রহ করেছে। হাতে পাননি, তবে বিজ্ঞানীরা সেই পাথরের নমুনা থেকে যা বুঝছেন তাতে ওই পাথরে প্রচুর এমন উপাদান জমাট বেঁধে রয়েছে যা সাধারণত জলে থাকা পাথরে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যেখানে পারসিভিয়ারেন্স কাজ করছে সেখানে একটি হ্রদ ছিল। বিশাল সে হ্রদের ধারের পাথরই পাওয়া গিয়েছে। যা বলে দিচ্ছে পাথরে রয়েছে জলে মিশে থাকা ধাতব উপাদান। যা পাথরের মতো জমাট বেঁধে যায়। তারপর তা সেই পাথর অবস্থাতেই থেকে যায়। এই উপাদানগুলিই বলে দিচ্ছে যে এক সময় এই পাথর জলেই ছিল। তারপর জল উধাও হয়ে যেতে এখন শুকনো ক্রেটারে পড়ে আছে। ৬ চাকার পারসিভিয়ারেন্সের এই নিয়ে ২৪তম নমুনা সংগ্রহ হয়ে গেল মঙ্গলগ্রহে।

এই পাথরের নমুনা মঙ্গলের জলবায়ু ও তার পরিবর্তনকে আরও ভাল করে জানতেও কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। যা আগামী দিনে মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

মহাকাশ থেকে ছাদ ফুটো করে আছড়ে পড়ল রহস্যময় টুকরো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরে বসে থাকাকালীন কেউ কি ভাবেন যে ছাদ ফুটো করে আকাশ থেকে কিছু পড়তে পারে। বাস্তবে এমনটাই ঘটল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল এক কিশোর। সে তখন ঘরে বসেছিল। আর টুকরোটা এসে পড়ে তার পাশেই। একটু এদিক ওদিক হলে সজোরে তা আছড়ে পড়ত ছেলের মাথায়।

আর যে টুকরো ছাদ ফুটো করে ঘরে পৌঁছে যায়, তা মাথায় পড়লে কি হতে পারত তা অনুমান করতে ভদ্রলোকের অসুবিধা হয়নি। ঘটনাটি ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। কারণ এটা কোনও জাগতিক ঘটনা নয়। কেউ যে ছাদে কিছু ছুঁড়েছে এমনটা নয়। কিছু ছুঁড়ে ছাদ ভেদ করে ফেলা

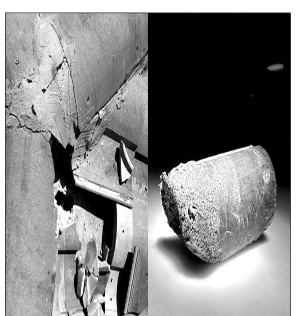

সম্ভব নয়। খণ্ডটি খুব যে বিশাল তা নয়। ধাতব টুকরো। এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে এটা মহাকাশ থেকে ছিটকে এসেছে। কিন্তু কীসের টুকরো সেটাই পরিষ্কার নয়।

নাসা অনুমান করছে টুকরোটি আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে ছিটকে আসতে পারে। কারণ সয়ূজ মহাকাশযানে ভুলভ্রান্তির জেরে তার থেকে ছিটকে এসে থাকতে পারে অংশটি। সেটি একটি ব্যাটারির অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে। এ ব্যাটারি ব্যবহার হয় যখন আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে কোনও মহাকাশযান পৃথিবীতে ফেরত আসে তখন। অবশ্য এটা অনুমান মাত্র। নাসাও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। টুকরোটি নাসা পরীক্ষা করে দেখছে। ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার ফ্লোরিডায়। আকাশ থেকে একটা টুকরো তাঁর বাড়ির ছাদ ফুটো করে সজোরে এসে ঘরে আছড়ে পড়েছে এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ওই বাড়ির মালিক।

চাঁদে নতুন টাইম জোন তৈরি বিজ্ঞানীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর মতো চাঁদেরও একটি একক, সর্বজনীন সময় নির্ধারণের জন্য নতুন টাইম জোন তৈরি করতে যাচ্ছে নাসা। গত ২ এপ্রিল, মঙ্গলবার মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসাকে এ নির্দেশ দেয় হোয়াইট হাউস। এই পদক্ষেপকে মহাকাশ অন্বেষণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বলে মনে করছে নাসা। এই উদ্যোগ মহাকাশে সহযোগিতা ও অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

চাঁদকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিক নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। এই নীতি চাঁদ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর জন্য একটি সমন্বিত টাইম জোন নির্ধারণ করবে। এ লক্ষ্যে ২০২৬ সাল নাগাদ চাঁদের জন্য নতুন টাইম জোন তৈরির নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে নাসাকে। চাঁদে চলা নতুন এ সময়কে ডাকা হবে 'কো-অর্ডিনেটেড লুনার টাইম বা এলটিসি' নামে।

পৃথিবীর সঙ্গে সময়ের অসংগতির কারণে চাঁদে অবস্থান বা প্রদক্ষিণের সময় মহাকাশযানে সময়জনিত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার মূল কারণ, চাঁদে কোনও প্রমিত সময় না থাকা। কো-অর্ডিনেটেড লুনার টাইম শুরু হলে মানুষ যখন চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে অভিযান চালাবে, তখন স্থানীয় গ্রহের দিন ও বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সময় সম্পর্কিত ডেটা মিলিয়ে এসব অভিযান পরিচালনা করা হবে। নতুন টাইম জোনের বিষয়ে নাসার শীর্ষ যোগাযোগ ও নেভিগেশন কর্মকর্তা কেভিন কগিন্স বলেন, চাঁদ আর পৃথিবীর সময় এক সমান নয়। চাঁদে স্থাপিত একটি পারমাণবিক ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির চেয়ে ভিন্ন গতিতে সময় গণনা করবে। এ কারণে যখন চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহের মতো অন্য গ্রহে অভিযান চালানো হয়, তখন সেখ ানকার সময় পৃথিবীর তুলনায় ভিন্ন হয়।

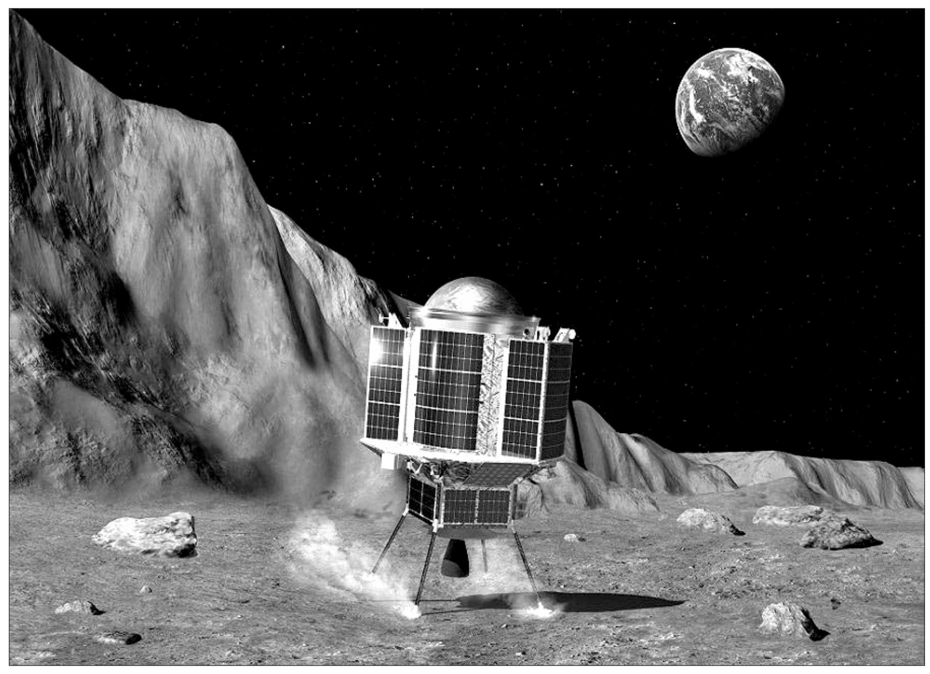

নাসার ২০২৬ সালের আর্টেমিস কর্মসূচি ও মহাকাশের অন্যান্য গ্রহের জন্য সময় নির্ধারণের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটি এই নতুন উদ্যোগ শুরু করছে। নাসার পরিকল্পনা হল, ধীরে ধীরে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ এবং মহাজাগতিক বস্তুর সময়ের জন্য একক মান নির্ধারণ করা। পৃথিবীর সঙ্গে সময়ের অসংগতির কারণে চাঁদে অবস্থান বা প্রদক্ষিণের সময় মহাকাশযানে সময়জনিত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার মূল কারণ, চাঁদে কোনও প্রমিত সময় না থাকা। কো-অর্ডিনেটেড লুনার টাইম শুরু হলে মানুষ যখন চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে অভিযান চালাবে, তখন স্থানীয় গ্রহের দিন ও বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সময় সম্পর্কিত ডেটা মিলিয়ে এসব অভিযান পরিচালনা করা হবে। এতে সময়জনিত সমস্যাগুলো এড়ানো যাবে সহজেই।

নাসার এত কিছু করার অবশ্য কারণও আছে। চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের লক্ষ্যে তারা আর্টেমিস প্রকল্প শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে

আর্টেমিস ১। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল ২০২৬ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানো।

সারা বিশ্বে সময়ের হিসাব রাখা হয় গ্রিনিস মিন টাইম বা জিএমটি অনুসারে। ইংল্যান্ডের গ্রিনিচে অবস্থিত রয়েল অবজারভেটরি থেকে বিশ্বজুড়ে সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় এ মান। পৃথিবীর ঘূর্ণন অনুসারে এ মান নির্ধারিত হয়। ১৮৪৭ সালে প্রথম শুরু হয় এর ব্যবহার। জিএমটি ব্যবহারের অনেক কারণ আছে। এটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করে তুলেছে, এক দেশ থেকে অন্য দেশের বিমান ও জাহাজের ভ্রমণ সমন্বয়ে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োজনীয় ডেটা বিশ্লেষণেও কাজে লাগে জিএমটি।

অনেকে প্রশ্ন করবেন, পৃথিবীর সময় চাঁদে ব্যবহার করলে অসুবিধা কী? পৃথিবীর প্রমিত সময় (জিএমটি) চাঁদে ব্যবহার করলে কালের আবর্তে চাঁদের সময় পৃথিবীর সময় থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। এর কারণ হল, চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে সময়ের গতি ভিন্ন। চাঁদে পৃথিবীর তুলনায় সময় প্রায় ৫৮.৭ মাইক্রোসেকেন্ড দ্রুত চলে। কারণ, পৃথিবীর তুলনায় চাঁদে মহাকর্ষ কম। মনে হতে পারে সময়ের এ ব্যবধান তো খুবই সামান্য। কিন্তু মহাকাশযান কোথায় গিয়ে নামবে, ঠিক কোন মুহূর্তে কক্ষপথের কোন জায়গায় থাকবে; এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সামান্য সময়ের ব্যবধানও জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

নাসার এত কিছু করার অবশ্য কারণও আছে। চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের লক্ষ্যে তারা আর্টেমিস প্রকল্প শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে আর্টেমিস ১। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল ২০২৬ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানো। চাঁদে ঘাঁটি স্থাপনের পাশাপাশি মঙ্গল গ্রহেও মানব অভিযান চালানোর ইচ্ছে আছে নাসার। সে জন্য চাঁদের কক্ষপথে নির্মাণ করা হবে 'লুনার গেটওয়ে' নামের একটি প্ল্যাটফর্ম। গবেষণার পাশাপাশি মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহেও ভূমিকা রাখবে লুনার গেটওয়ে।

আর্টেমিস প্রোগ্রাম অবশ্য শুধু নাসার প্রকল্প নয়। আন্তর্জাতিক এ প্রকল্পে যুক্ত আছে মোট ৩৮টি দেশ। তবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এ প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বেশ কটি বেসরকারি কোম্পানিও যুক্ত রয়েছে এ প্রকল্পের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিন ও রাশিয়া এ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নেই বটে, তবে তারাও চাঁদে নিজস্ব অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে। এই সব মিলিয়েই চাঁদের জন্য আলাদা টাইম জোন বানানোর এই উদ্যোগ। এ জন্য শিগগিরই চাঁদে পারমাণবিক ঘড়ি বসাতে হবে বলেই ধারণা বিজ্ঞানীদের।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

আইপিএল ইতিহাসে বিরল নজির যশস্বীর

নিজস্ব প্রতিনিধি :২০২৩ সালে এই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের বিরুদ্ধে মাত্র ৬২ বলে ১২৪ রান করেছিলেন। আর এদিন মাত্র ৬০ বল খেলে ১০৪ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেছেন জয়সওয়াল। গত আইপিএল থেকেই স্বপ্নের ফর্মে ব্যাট করছেন ভারতের তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁর এই অনবদ্য ফর্মের সুবাদে তিনি ভারতীয় দলের হয়েও খেলার ডাক পান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ওপেনার হিসেবে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল অনবদ্য। টেস্টেও তিনি মারমুখী মেজাজে ব্যাট করেছেন। পারফরম্যান্সের নিরীখে চলতি আইপিএলটা এতদিন তাঁর মনের মতো কাটছিল না। তবে সোমবার রাতে সমস্ত চিত্রটা বদলে গেল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে এক অনবদ্য শতরান হাঁকিয়ে আইপিএলের ইতিহাসে এক বিরল নজির গড়ে ফেললেন তিনি।

রাজস্থান রয়্যালসের গত ম্যাচের নায়ক জস বাটলার এই ম্যাচে আউট হন ৩৫ রানে। তারপরেই দলের ব্যাটিংয়ের হাল ধরতে সামনে এগিয়ে আসেন যশস্বী। এদিন যশস্বী একেবারে খুনে মেজাজে ব্যাট করেছেন। মাত্র ৬০ বল খেলেছেন তাঁর অপরাজিত ১০৪ রানের ইনিংসে। তিনি তার ইনিংসে মেরেছেন ৯ টি চার এবং ৭ টি ছয়। ব্যাট করেছেন ১৭৩.৩৩ স্ট্রাইক রেটে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে অপরপ্রান্তে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন দলনায়ক সঞ্জু স্যামসন। ফলে ১৮০ রানের লক্ষ্য মাত্রা মাত্র এক উইকেট হারিয়ে করে ফেলে রাজস্থান রয়্যালস। ৮ বল বাকি থাকতেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ৯ উইকেটে ম্যাচ জেতে রাজস্থান। তবে এদিনের ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ৫ উইকেট নেওয়া রাজস্থান রয়্যালসের সন্দীপ শর্মা।

বিশ্ব খেতাবের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী গুকেশ ভাঙল ৪০ বছর আগের কাসপারভের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি :দাবার কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভ ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্টে জয়ের জন্য গুকেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লিখে ছেন, অভিনন্দন। ভারতের ভূমিকম্প টরন্টোতে আঘাত করেছে এবং এখন টেকটোনিক প্লেটগুলি স্থানান্তরিত হবে। কারণ ১৭ বছর বয়সি গুকেশ এই বছরের শেষের দিকে একটি শোডাউনে চিনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আনন্দের শিষ্যরা এখন কী করে সেটাই দেখার।

ফিডে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট জেতার জন্য ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ডি গুকেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দাবা কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভ। মাত্র ১৭ বছর বয়সি ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন গুকেশ। এর মাধ্যমে তিনি ৪০ বছর আগে গ্রেট গ্যারি কাসপারভের করা রেকর্ড ভেঙে বিশ্ব খেতাবের জন্য সর্বকনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। গুকেশ ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জেতার সর্বকনিষ্ঠ খে লোয়াড়ও হয়েছেন।

বিশ্বনাথন আনন্দের পর গুকেশ দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জিতেছেন। গুকেশ ১৪তম এবং চূড়ান্ত রাউন্ডে আমেরিকান হিকারু নাকামুরার সঙ্গে

দাবার কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভ ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্টে জয়ের রেকর্ড গড়লেন গুকেশ (বামদিকে)

একটি সহজ ড্র খেলেছেন এবং ১৪-এর মধ্যে নয় পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। চেন্নাইয়ের এই তরুণ দাবাড়ু কাসপারভের রেকর্ডের অনেক উন্নতি করেছেন। ১৯৮৪ সালে স্বদেশী আনাতোলি কার্পভের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করার সময় প্রাক্তন রাশিয়ান গ্রেট কাসপারভের বয়স ছিল মাত্র ২২।

ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্টে গুকেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বিশ্বনাথন আনন্দ। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে গুকেশকে নিয়ে গর্বোধ করেছেন। আনন্দ সেই পোস্টে লিখেছেন, সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হওয়ার জন্য ডি গুকেশকে অভিনন্দন। গুকেশ যা করেছেন, তার জন্য ডব্লিউএসিএ চেস পরিবার খুব গর্বিত। আমি ব্যক্তিগতভাবেও খুব গর্বিত।

জয় নথিভুক্ত করার পরে, গুকেশ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো করতে মরিয়া। গুকেশ বলেন, এটা নিয়ে ভাবার বেশি সময় পাইনি। এখন কয়েকদিন বিশ্রাম নেব। গত তিন সপ্তাহ খুব চাপের ছিল। বিশ্রামের পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ম্যাচ নিয়ে ভাবব। ভালো পারফরম্যান্স চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচের তারিখ ও ভেন্যু এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

জোকোভিচ ছুঁলেন ফেডেরারের কীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি :গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে পুরুষ টেনিসে সর্বকালের সেরা কে তা নিযে তর্ক থাকলেও, ফেডেরারের আর একটি কৃতিত্বে ভাগ বসিয়ে দিলেন জকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতে নারী-পুরুষ মিলিয়েও রেকর্ডটা মার্গারেট কোর্টের সঙ্গে ভাগাভাগি করছেন নোভাক জোকোভিচ। সার্বিয়ান মহাতারকা এবার টেনিসের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরেকটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। মাদ্রিদে লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে আরেকবার বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার হাতে নিয়েছেন জোকোভিচ। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই স্বীকৃতি পেয়ে টেনিসেরই আরেক কিংবদন্তি রজার ফেদেরারের রেকর্ড ছুঁয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচ।

২০২৩ সালে তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথে রাফায়েল নাদালকে ছাড়িয়ে ছেলেদের টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের রেকর্ড গড়েন জোকোভিচ। মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন গত বছর নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। স্প্যানিশ মেয়েরা বর্ষসেরা দলের পুরস্কারও জিতেছে।

রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড বেলিংহামও জিতেছেন একটি পুরস্কার। ইংলিশ ফুটবলার পেয়েছেন ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার বা সেরা নতুন তারকার সম্মান। সেরা প্রত্যাবর্তনের পুরস্কারটা গেছে মার্কিন নারী জিমন্যাস্ট তারকা সিমোন

বাইলসের হাতে। শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে বর্ষসেরা নেদারল্যান্ডসের হুইলচেয়ার টেনিস খেলোয়াড় ডিডা ডি গ্রুট। বর্ষসেরা অ্যাকশন ক্রীড়াবিদ স্কেটবোর্ডার অ্যারিসা ট্রিউ। টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের ফাউন্ডেশন জিতেছে স্পোর্ট ফর গুড অ্যাওয়ার্ড।

এবারের আগে ২০১২, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৯ সালেও লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন জোকোভিচ। সেই জোকোভিচ পঞ্চমবারের মতো পুরস্কার নিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হলেন, পঞ্চমবার জিততে পেরে খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমার ২০১২ সালের কথা মনে পড়ছে, ২৪ বছর বয়সে প্রথমবার জিতেছিলাম এই পুরস্কার। ১২ বছর পরও এখানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। খুব ভালো একটা বছর কাটানোর স্বীকৃতি এটি। এমন একটা বছর, যে বছরটা আমাকে ও আমার ভক্তদের রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছে।

স্পেনের বোনমাতি প্রথম ফুটবলার হিসেবে জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। শুধু মেয়েদের বিশ্বকাপই নয় বোনমাতি গত বছর বার্সেলোনার হয়ে মেয়েদের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন।

বেলিংহাম স্বীকৃতি পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে অভিষেক মরসুমের পারফরম্যান্সের জন্য। প্রথম মৌসুমে এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ২১ গোল করেছেন তিনি। মানসিক অবসাদের কারণে জিমন্যাস্টিকস থেকে নির্বাসনে যাওয়া বাইলস তিন বছর পর ফিরেছিলেন খেলাটিতে। আর ফিরেই ওয়ার্ল্ড আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জেতেন এই মার্কিন তারকা। ২০০০ সাল থেকেই নিয়মিত ক্রীড়াবিদদের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে লরিয়াস একাডেমি। সেরা খেলোয়াড় বাছাই করেন সাবেক ক্রীড়াবিদদের নিয়ে গঠিত ৬৯ সদস্যের জুরি বোর্ড।

পেশাদার স্কোয়াশ থেকে অবসর সৌরভের, খেলতে চান ভারতের হয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি :ভারতীয় স্কোয়াশ খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে কিংবদন্তি খেলোয়াড় তিনি। তিনি সৌরভ ঘোষাল। দীর্ঘদিন স্কোয়াশ খেলায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। দেশের হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মানও এনে দিয়েছেন তিনি। এবার সেই তিনিই পেশাদার স্কোয়াশ থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করলেন।

অবসর ঘোষণার দিনে তিনি জানিয়ে দিলেন, ভারতের হয়ে খে লা চালিয়ে যেতে চান তিনি। কারণ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাতে যে গৌরব রয়েছে তার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা চলে না। পাশাপাশি তিনি দেশের হয়ে এখনও শিরোপা জয়ের যে স্বপ্ন দেখেন তাও নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত এশিয়ান গেমসের মতো মঞ্চে দেশকে দু'দুবার এনে দিয়েছেন সম্মান। এশিয়ান গেমসে দুবারের সোনাজয়ী তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর বয়স ৩৭। আর ৩৭ বছর বয়সেই তিনি পেশাদার স্কোয়াশকে আলবিদা জানানোর কথা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কথাটি তিনি নিশ্চিত করেছেন। একটি দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন ভারতের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চান তিনি, তবে পেশাদার ট্যুরে তিনি আর খে লবেন না বলেই জানিয়েছেন তিনি। প্রফেশনাল স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম দশে থাকা একমাত্র ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে নজিরও রয়েছে তাঁর।

২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বিশ্ব ক্রমতালিকায় প্রথম দশে

জায়গা করে নেন। ছয় মাস তিনি এই স্থান ধরে রেখেছিলেন। পেশাদার স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ১০টি ট্রফি তিনি জিতেছেন তাঁর কেরিয়ারে। তাঁর পেশাদার কেরিয়ারের শেষ শিরোপা জয় এসেছিল মালয়েশিয়ান ওপেন স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে এই শিরোপা জিতেছিলেন তিনি।এরপর প্রফেশনাল স্কোয়াশে আর কোন ট্রফি তিনি পাননি।

নিজের কেরিয়ারে তিনি পেশাদার ট্যুরে ১৮টি ফাইনাল খে লেছেন। মোট ৫১১ টি ম্যাচ খে লেছেন। জিতেছেন ২৮১ ম্যাচে। ২২ বছর আগে পেশাদার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল তাঁর। ১৩ বার জাতীয় খেতাব জয়ের নজিরও রয়েছে তাঁর। ২০২০ সালে শেষবার তিনি জাতীয় স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিলেন। ২০১৪ এবং ২০২২ সালে এশিয়ান গেমসে ভারত স্কোয়াশে সোনা জিতেছিল। সেই দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়াও পুরুষদের সিঙ্গেলসে তিনি এই দুই এশিয়ান গেমসে রুপো জিতেছিলেন।

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 9 Issue:23, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111